অতিপ্রভূত দুষ্পরিশোধনীয় ঋণ-জালে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারদিগের ন্যায়-বিরুদ্ধ যুদ্ধ-প্রবৃত্তিই তাহার এক মাত্র কারণ। তাহা কেবল তাঁহারদিগের দুর্জ্জয় আত্মাদর, অর্জ্জনস্পৃহা, প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা-বৃত্তির প্রবলতা ও উত্তেজনার ফল। ইংলণ্ড ভূমি ১৬৮৮ অবধি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২৭ বৎসরের মধ্যে ৬৫ বৎসর অতি প্রবল যুদ্ধানলে দগ্ধ হয় এবং তাহাতে ২০২৩০০০০০০০ দুই সহস্র ত্রয়োবিংশতি কোটি টাকা ব্যয় হয়। তন্মধ্যে তত্রত্য প্রজাদিগকে কর স্বরূপে ১১৮৯০০০০০০০ একাদশ শত উননবতি কোটি প্রদান করিতে হইয়াছিল, এবং রাজপুরুষেরা ৮৩৪০০০০০০০ অষ্ট শত চতুস্ত্রিংশৎ কোটি ঋণ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন! অদ্যাপি ইংরেজদিগকে সেই দুর্ব্বহ ঋণ-ভার বহন করিতে হইতেছে, এবং তন্নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা কর স্বরূপে প্রদান করিতে হইতেছে। তাঁহারদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে মহানর্থকর বিষম পাপ করিয়া গিয়াছেন, তদীয় সন্তান সন্ততিদিগকে অদ্যাপি তাহার সম্যক্ শাস্তি ভোগ করিতে হই-

য়াছে। তাঁহারদের যুদ্ধ নির্ব্বাহ নিমিত্ত যত অর্থ নষ্ট হইয়াছে, তাহার বিংশতি ভাগের এক ভাগ যদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ি শিক্ষা দান, পথ নির্ম্মাণ, খাত খনন, দানশালা সংস্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যয় হইত, তবে এত দিনে ব্রিটেন ভূমি কি অনুপম সুখধামই হইত।

আপনারদিগের লোকক্ষয়, অর্থ ব্যয়, ঋণপাপ, ধর্ম্মোন্নতি নিবারণ, সুখ সভ্যতা বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা, স্বজাতীয় প্রজাদিগের দরিদ্রতা বৃদ্ধি ইত্যাকার বিবিধ প্রকার বিষময় ফল ইংরেজ জাতির অধর্ম্ম রূপ বিষ-বৃক্ষে ফলিত হইয়াছে।

ইংরেজেরা যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমেরিকা-বাসিদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রবৃত্তিরই অনুবর্ত্তি হইয়া ভারতবর্ষ অধিকার ও শাসন করিয়া আসিতেছেন। বিরলে বসিয়া এ বিষয় আলোচনা করিলে বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইতে হয়। আমারদের ভারতবর্ষে যাঁহারদের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই, ও অত্রত্য লোকদিগের সহিত যাঁহারদের কোন স্বাভা-

বিক সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা প্রথমে অতি ন-ম্রভাবে এখানে আগমন করিয়া ক্রমে ক্রমে এক সীমা অবধি সীমান্তর পর্য্যন্ত সমু-দায় ভারতবর্ষ ছলে বলে কৌশলে হস্তগত করিয়া নানা প্রকার যুক্তি-বিরুদ্ধ নিয়ম সং-স্থাপন পূর্ব্বক একাধিপত্য করিতেছেন। প্র-থমে কতিপয় ইংলণ্ডীয় বণিক্ অতি মৃদু ভাবে আগমন করিয়া সমুদ্র-তটে অবস্থিতি করি-লেন এবং তদ্দ্বারা এমত মহারাজ্যের সূত্র পাত করিলেন, যে তাহা ক্রমে ক্রমে ভারতব-র্ষীয় সকল রাজ্যই গ্রাস করিয়াছে, বৃহৎ বৃহৎ রাজ-ভাণ্ডার লোপ করিয়াছে, এবং এখানকার সকল লোকের সৌভাগ্য-স্রোত রোধ করিয়াছে।

ইংরেজেরা অধর্ম্ম সহকারে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, এবং অধর্ম্ম সহকারে শাসন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পরমেশ্ব-রের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব, যে স-কল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে তাঁহারা ভারতভূমি অধিকার করিয়া প্রজা-দিগের সহিত ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে-

ছেন, সেই সকল মনোবৃত্তির প্রবলতা দ্বারা স্বদেশেরও অনেক প্রকারে অনিষ্ট ঘটনা হইয়া আসিতেছে। তথাকার রাজ-নিয়ম ও রাজপুরুষদিগের ব্যবহার অধর্ম্ম দোষে দূষিত হইয়া লোকের বিস্তর ক্লেশ উৎপন্ন করিয়াছে! কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে, যে পরাধীন লোকের অধর্ম্ম না থাকিলে স্বাধীনত্ব নষ্ট হয় না। আপনারদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির হীনতাই তাহারদিগের এরূপ দুর্ঘটনার মূল কারণ। বোধ হয়, একজাতির উপরে অন্য জাতির অত্যাচার করিবার ক্ষমতা এই অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হইয়া থাকিবেক, যে অত্যাচরিত জাতি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া আপনারদিগের পরিত্রাণার্থ অধিকতর বল বীর্য্য প্রকাশে চেষ্টা করিবেক। কিন্তু ভয় হয়, কি জানি যদি ভারতবর্ষীয় লোকে পরমেশ্বরের অখণ্ড্য নিয়মের অত্যন্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এ পৃথিবী অধিকার বা তাহাতে বাস করিবার অযোগ্যই হইয়া থাকে। মনুষ্যের শারীরিক শক্তি প্রকাশ এবং শক্তি-বিশিষ্ট উৎসাহি লোকের প্রভুত্ব ও রাজত্ব লাভই ঐশ্বরিক নি-

য়নের প্রথম উদ্দেশ্য বোধ হয়। কিন্তু মনুষ্য ধর্ম্মশীল জীব; ধর্ম্মের আয়ত্ত করিয়া স্বীয় শক্তি নিয়োজন না করিলে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অধার্ম্মিক লোকে রাজ্য অধিকার করিতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরের এই নিয়ম, যে তাহারা সুখ স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে পারে না।

যে মহাত্মার গ্রন্থানুসারে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তিনি এই প্রকার অনুমান করিয়া লিখিয়াছেন, যে " আমি ভরসা করি, আর এক শত বৎসর অতীত না হইতেই পরমেশ্বরের ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম-প্রণালীর জ্ঞান লাভ বিষয়ে ব্রিটেনীয় লোক-সাধারণের এপ্রকার উন্নতি হইবেক, এবং তাহাতে তাহারদিগের এপ্রকার দৃঢ়তর প্রত্যয় জন্মিবেক, যে রাজপুরুষেরা আপনারদিগের ভারতরাজ্যাধিকার হিন্দু ও ইংরেজ উভয় জাতিরই অনিষ্ট-জনক বোধ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবেন, অথবা ধর্ম্মানুগামি হইয়া কেবল হিন্দুদিগের উপকার উদ্দেশে উক্ত রাজ্য পালন করিবেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে ইতি পূর্ব্বেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে ; ভারত-

বর্ষ ইংরেজদিগের অধিকারে যে প্রকার সুখ সৌভাগ্যের আলয় হইয়াছে, স্বকীয় রাজাদিগের অধিকার কালে সেরূপ কখনই হয় নাই। কিন্তু কেবল ইংরেজদিগের কথা প্রমাণে এ বিষয় অবধারিত করিতে পারা যায় না; পরাধীন লোকদিগের বাক্য দ্বারা ইহা কখনও সপ্রমাণ হইতে শুনা যায় নাই। বিশেষতঃ, ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে আমরা হিন্দুদিগকে পরাধীন জাতি বিবেচনা করিয়া শাসন করি, এবং তদনুসারে তাহারদিগকে সমুদায় উচ্চ উচ্চ সম্ভ্রান্ত পদ লাভে বঞ্চিত রাখি। যথার্থ ধর্ম্মানুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিতে হইলে, তত্রত্য লোকদিগকে পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপ শিক্ষা দিতে হয়, এবং যাহাতে তাহারদের তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা ও তৎ প্রতিপালনে প্রবৃত্তি হয় এইরূপে প্রস্তুত করিতে হয়; রাজ্যের বিচার-কার্য্যে তাহারদিগকে নিযুক্ত করিতে হয়; তাহারদিগকে ও ইংরেজদিগকে সমান পদ ও সমান ক্ষমতা প্রদান করিতে হয়, এবং যাহাতে তাহারা বুদ্ধিমান্, স্বাধীন ও ধর্ম্মশীল হয় তাহার উপায় করিয়া দিতে হয়। যদি কখনও আমরা

তাহারদিগকে এই প্রকার সৌভাগ্যশালি করি, এবং তাহারদের প্রতি কেবল ন্যায় ও দয়ানুযায়ি ব্যবহার করিয়া তৃপ্ত থাকি, তবে তদ্দ্বারা আমারদিগের প্রতি তাহারদিগের সম্প্রীতি ও সমাদর প্রকাশ হইবে, এবং তখন আর তথায় আমারদের সৈন্য সংস্থাপনের আবশ্যকতা থাকিবে না, অথচ আমরা বাণিজ্য-সম্পাদিত সমুদায় লাভ প্রাপ্ত হইতে পারিব। যদবধি ব্রিটেনীয় রাজ-পুরুষেরা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়মে অবিশ্বাস করিয়া ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী রক্ষা করিবেন, তদবধি স্বদেশের রাজ-নিয়মও কখন সম্পূর্ণ রূপ দোষ-শূন্য হইবেক না। আর যদবধি ঐ সমুদায় নিয়ম অধর্ম্ম দোষে দূষিত থাকিবেক, তদবধি ব্রিটেন ভূমির প্রচলিত ধর্ম্ম কেবল বালুকাময় রজ্জু স্বরূপ হইবেক, সুতরাং তদ্দ্বারা প্রজাদিগকে ধর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ রাখিবার চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইবেক; তাহার ধন-সম্পত্তি কেবল আপনার পাশ স্বরূপ হইবেক, এবং তাহার সামর্থ্য রূপ দারু-গর্ভে এমন বিষম ঘুণ গুপ্ত থাকিবেক, যে সে সকল বল ক্ষয় করিয়া ব্রিটেনীয় রাজ্যকে অধর্ম্ম-পালিত

বিনষ্ট রাজ্য সমুদায়ের মধ্যে গণ্য করিবেক।”

এক্ষণে, যাহাতে মহাত্মা কুম সাহেবের এই শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন না হয়, তাহার চেষ্টা করা ইংরেজদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার পূর্ব্বক রাজ্য শাসন বিষয়ে পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের শুভকর নিয়ম পালন ব্যতিরেকে ইহার আর উপায়ান্তর নাই।

# সপ্তমাধ্যায়

## প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ি দণ্ড বিধানের বিবরণ

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়, ক্রমে ক্রমে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে; এক্ষণে, পরমেশ্বর কি প্রকার নিয়মে কিরূপ দণ্ড বিধান করেন, তদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

দণ্ড শব্দ শুনিবা মাত্র মনুষ্য-দত্ত দণ্ড মনে হয়, কিন্তু মনুষ্য-কৃত দণ্ডে ও পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক-নিয়মানুযায়ি দণ্ডে অনেক বিশেষ। এক্ষণে, নানা দেশীয় রাজনিয়মানুসারে যে প্রকার দণ্ড বিধান হইয়া থাকে, তাহার সহিত দণ্ডিত ব্যক্তির কুকর্ম্মের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে রাজা যেরূপ দণ্ড বিধান করিতে

ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই পারেন, এই হেতু, পূর্ব্বাবধি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রাজ-দণ্ড ব্যবস্থিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী দণ্ড সেরূপ নহে; ভৌতিক, শারীরিক বা মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে স্বভাব-সিদ্ধ অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহাই প্রাকৃতিক দণ্ড। সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি কালেই তাহা নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহার আর প্রকারান্তর হইবার সম্ভাবনা নাই।

নিয়ম থাকিলে সুতরাং এক জন নিয়ন্তা ও তাঁহার কতকগুলি প্রজা থাকে। নিয়ন্তার সংস্থাপিত নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা প্রজাদিগের কর্ত্তব্য। নিয়ন্তার স্বভাব দুই প্রকার হইতে পারে; হয়, তিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া প্রজার উপর উপদ্রব করেন, নয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া রাজ্য পালন করেন। যিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চলেন, কেবল স্বার্থ সাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তিনি প্রজাদিগের কল্যাণচিন্তায় তাদৃশ মনোযোগী হন না, সুতরাং তাহারদিগের মঙ্গল মাত্র উদ্দেশ করিয়া কোন নিয়ম প্রচার করেন না। বরং

ও অহিফেণাদি মাদক দ্রব্য বিষয়ক একচেটিয়া বাণিজ্যে ইংরেজদিগের যথেষ্ট লাভ আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে প্রজার অপকার ভিন্ন কিছু মাত্র উপকার নাই। তাঁহারদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল না থাকিলে, এপ্রকার ন্যায়-বিরুদ্ধ নিয়ম সংস্থাপিত করিতে ও অদ্যাপি প্রচলিত রাখিতে কোন ক্রমেই প্রবৃত্তি হইত না। সুইজর্লণ্ড দেশের অন্তঃপাতি উরি প্রদেশের এক শাসনকর্ত্তা একটা স্তম্ভের উপর আপনার টুপি নিবদ্ধ করিয়া প্রজাদিগকে কহিয়াছিলেন, "তোমরা আমাকে যেরূপ সমাদর কর, এই টুপিকেও সেইরূপ করিও।" এই অন্যায় অনুমতি তাঁহার দুর্জ্জয় আত্মাদরের কার্য্য, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুগত নহে। প্রজাদিগের অধীনত্ব ও দাসত্ব দেখিয়া আত্ম গরিমা প্রকাশ করা, ইহার এক মাত্র প্রয়োজন। ইহাতে প্রজাদিগের কিছুমাত্র কল্যাণ নাই, কেবল লাঘব ও অপমান। প্রত্যুত, যিনি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া চলেন, প্রজার হিত চেষ্টা করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তদনুসারে, তিনি শুভদায়ক নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করিয়া তাহারদিগের

সুখস্বচ্ছন্দতা সাধনে যত্নবান্ হন, এবং তাহারদিগের উপকার করিতে পারিলেই পরমাপ্যায়িত হইয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন। যদি কোন রাজা এই রূপ নিয়ম প্রচার করেন, যে আমার রাজ্যে কেহ চুরি করিতে পারিবে না, যদি কেহ করে, তবে যদবধি তাহার কুপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া চরিত্র শোধন না হয়, তদবধি তাহাকে কারারুদ্ধ থাকিয়া উত্তম শিক্ষকের সমীপে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই রাজার ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে বিলক্ষণ প্রবল ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় যে তাহারদের আয়ত্ত, ইহাতে আর সংশয় থাকে না। রাজার স্বার্থ লাভ এ নিয়ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্য নহে, কেবল প্রজাদিগের সুখবৃদ্ধি ও অন্যায়াচরণ নিবারণ মাত্র ইহার প্রয়োজন। যদিও দোষি ব্যক্তিকে রুদ্ধ করিয়া রাখাতে ক্লেশ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় না; কারণ যদি তাহার এইরূপ দণ্ড বিধান না করা যায় এবং সকলে তাহার দৃষ্টান্তানুগামি হইয়া চৌর্য্য-

ব্রত অবলম্বন করে, তবে ক্রমে ক্রমে হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া মনুষ্য-কুল নির্ম্মূল হইয়া যায়।

জগদীশ্বর এই শেষোক্ত তাৎপর্য্যানুসারে সমুদায় নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, কারণ সৃষ্টি মধ্যে এপ্রকার কোন কার্য্য বা কোন কৌশল দৃষ্ট হয় না, যে তাহা সৃষ্টি-কর্ত্তার কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনার্থ সঙ্কল্পিত হইয়াছে। তিনি যে পূর্ব্বোক্ত দুরন্ত শাসনকর্ত্তার ন্যায় কেবল আত্ম পরিতোষ লাভ ও আত্ম প্রভুত্ব প্রকাশার্থে কোন প্রসিদ্ধ স্থানে আপনার প্রতিরূপ সংস্থাপন করিয়া লোকদিগকে তাহার সেবা করিতে কহিবেন, ইহার পর অসম্ভব আর কিছুই নাই। যিনি আমারদিগকে পরম শুভকারিণী পরহিতৈষিণী ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার এপ্রকার ব্যবহার করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বাস্তবিক, পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতেও স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে তাঁহার সমুদায় নিয়ম জীবদিগের সুখোদ্দেশেই সংস্থাপিত হইয়াছে। লোকে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে তাহার দুঃখ রূপ ফল

প্রাপ্ত হয়, ইহাও পরমেশ্বর তাহারদিগকে সদুপদেশ প্রদান ও সৎপথ প্রদর্শন করণার্থ নিয়োজন করিয়াছেন। একথা যথার্থ বটে, যে অদ্যাপি অনেক প্রকার উৎপাত ঘটনার যথার্থ তাৎপর্য্য সুন্দর রূপে প্রতীত হয় নাই, কিন্তু সৃষ্টি-ক্রিয়া বিষয়ক জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইতেছে, সৃষ্টিকর্ত্তার মঙ্গলাভিপ্রায় বিষয়ক সংশয় তত দূরীকৃত হইতেছে। পূর্ব্বে যাহা অনিষ্টকর জ্ঞান ছিল, এক্ষণে তাহা ইষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে, এবং এক্ষণে যাহা অশুভদায়ক জ্ঞান হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহা শুভদায়ক বলিয়া বোধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যদি নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ক্লেশ না হইত, তবে লোকে একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন আরম্ভ করিলে, ক্রমাগত সেই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করত আপনার স্বভাবকে একেবারে মলিন করিয়া ফেলিত, অথবা অবিলম্বে অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অকাল মৃত্যু প্রাপ্ত হইত। কিন্তু, জগদীশ্বর জগতের যেরূপ শৃঙ্খলা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে নিয়ম লঙ্ঘনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্লেশানুভব হইয়া মধ্যে মধ্যে পাপি

ব্যক্তির কুপথ-ভ্রমণ স্থগিত করিয়া রাখে, এবং কোন কোন ব্যক্তিকে পাপ-পথের মধ্য-স্থান হইতে ফিরিয়া আনিয়া সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে।

ইহা সকলের বিদিত আছে, যে জন্তুরই হউক আর উদ্ভিজ্জেরই হউক, শরীর মাত্রই দগ্ধ হয়। এই ভৌতিক নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, তৈল, বসা, চর্ম্ম প্রভৃতি বস্তু অগ্নি-সংযুক্ত হইলে দগ্ধ হয়। এক্ষণে, দাহ্যমান বস্তুর এই গুণ মনুষ্যের উপকারী কি না, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্নি দ্বারা অন্ন পাক হয়, রাত্রিকালে আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, শীতের সময়ে শীত নিবারণ হয়, এবং অন্যান্য অনেক প্রকার উপকার হয়। অতএব, শারীরিক বস্তু অগ্নি-সংযুক্ত হইলে যে নিয়মানুসারে দগ্ধ হয়, তাহা অশেষ প্রকার কল্যাণদায়ক, তাহার সন্দেহ নাই। বৃক্ষের শরীর ও পশুর শরীরের ন্যায় মনুষ্য-শরীরও এ নিয়মের অধীন; অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হইলে তাহাও দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, আর তদপেক্ষায় অল্প তেজঃ প্রাপ্ত হইলে শিথিল ও বিকল হইতে থাকে। অতএব, পরমেশ্বর মনু-

ব্যদিগকে অগ্নি-সম্ভাবিত বিষম বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবার কি উপায় করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। তিনি আমারদিগকে ন্যূনাধিক উত্তাপ অনুভব করিবার যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত উপায় সম্পাদনের আর কিছু অবশিষ্ট নাই। যে প্রমাণ উত্তাপ শরীরের পক্ষে উপকারী, তাহা সুখকর জ্ঞান হয়; তদপেক্ষা প্রখর হইয়া কিঞ্চিৎ অপকারী হইলে কিছু কিছু ক্লেশানুভব হয়; যখন তদপেক্ষাও প্রবল হইয়া শরীর বিকৃত করিতে আরম্ভ করে, তখন বিশিষ্টরূপ ক্লেশকর হইতে থাকে; যখন এমত প্রবল হইয়া উঠে, যে তদ্দ্বারা শরীর বিশৃঙ্খল ও বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, তখন আর যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। এই সমুদায় ব্যাপার আপাততঃ অপকারক বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য অতিউত্তম। যে নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, বসা, চর্ম্মাদি দগ্ধ হয়, তাহা অশেষ কল্যাণদায়ক; আমরা তদনুযায়ি কার্য্য করিলে নানা প্রকার উপকার প্রাপ্ত হই। কিন্তু অগ্নির আতিশয্য ও অযথা নিয়মে নিয়োগ দ্বারা বিপৎ সম্ভাবনা আছে বলিয়া,

করুণাময় পরমেশ্বর তন্নিরাকরণার্থ সুন্দর উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমারদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি ও সাবধানতা প্রবৃত্তি দিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, আমারদের শরীরের সর্ব্বস্থানে তাপানুভব-শক্তি স্বরূপ প্রহরি নিযুক্ত রাখিয়াছেন। আমারদের অগ্নি-সম্ভাবিত বিপদ্ যত বৃদ্ধি হয়, সে ততই চীৎকার করিয়া সাবধান করিতে থাকে, এবং যখন এ প্রকার দুর্বিপাক উপস্থিত হয় যে অবিলম্বে মৃত্যু ঘটিতে পারে, তখন এরূপ উচ্চৈঃস্বরে আমারদিগকে বিপদুদ্ধারার্থে যত্নবান্ হইতে কহে, যে তদ্দ্বারা আমারদের সমুদায় শারীরিক ও মানসিক শক্তি অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া তন্নিরাকরণে সচেষ্টিত হয়। ইহাতে পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা ও আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে! যখন আমারদিগের নিয়ম-লঙ্ঘন-জনিত দোষের তারতম্যানুসারে উত্তাপানুভবের তারতম্য হইয়া আমারদিগকে সাবধান হইতে উপদেশ করে, তখন সে উপদেশ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া একান্ত যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

যদি কেহ এপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন, যে যাহারদিগের উপস্থিত বিপদ্ নিরাকরণের সামর্থ্য আছে, তাহারদিগের পক্ষে এ নিয়ম শুভদায়ক বটে, কিন্তু যে অপোগণ্ড বালক ও জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ প্রভৃতির তাদৃশ সামর্থ্য নাই, তাহারদিগের উপর এ নিয়ম প্রচার করা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। যখন তাহারা শারীরিক শক্তির অল্পতা প্রযুক্ত আপনারদিগের শরীর স্বায়ত্ত রাখিতে না পারিয়া কোন নিকটবর্ত্তি অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হয়, তখন তাহারদিগকে দাহ-জ্বালায় জ্বলিত করা দয়াবানের কার্য্য নহে। কিন্তু এপ্রকার আপত্তি করা অদূরদর্শিতার কার্য্য। যদি পরমেশ্বর বালক ও বৃদ্ধকে এই দাহ-বিষয়ক নিয়মের অধীন না করিতেন, তবে তাহারদিগের পক্ষে অগ্নি থাকা আর না থাকা উভয়ই তুল্য হইত। তাহা হইলে, অগ্নি দ্বারা যে শত শত প্রকার উপকার দর্শে, তাহাতে তাহারদিগকে নিতান্ত বঞ্চিত থাকিতে হইত। বিশেষতঃ যাহার শরীর যত দুর্ব্বল, নিয়মিত উত্তাপ সেবন করা তাহার পক্ষে তত আবশ্যক। অতএব, অগ্নি বিনা ক্ষীণ-কায় বালক ও জীর্ণ-

কায বৃদ্ধের প্রাণ ধারণ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করা অসাধ্য হইত। যদি কেহ বলেন, অগ্নি হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তাহারদিগকে বঞ্চিত না করিয়া এরূপ নিয়ম করিলে হইত, যে তাহারদের শরীর দগ্ধ হইলেও ক্লেশানুভব হইত না। কিন্তু বিবেচনা করিলে, ইহাতেও অনিষ্ট ব্যতীত কিছুমাত্র ইষ্ট সাধন হইত না। প্রথমতঃ, যে নিয়মানুসারে অল্প উষ্ণতায় সুখানুভব হয়, সেই নিয়মানুসারেই অধিক উষ্ণতায় ক্লেশ বোধ হয়, কারণ উত্তাপের আতিশয্য হইলেই দাহ-জনিত যাতনা উৎপন্ন হয়। অতএব, সে নিয়ম রহিত হইলে কেবল দাহ-জন্য দুঃখানুভব নিবারিত হইত এমত নহে, সুখেরও হানি হইত। দ্বিতীয়তঃ, যদি গাত্রে অগ্নি স্পর্শ হইলে ক্লেশানুভব না হইত, তবে তাহারা অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হইলেও তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা পাইত না। এক্ষণে যে প্রকার নিয়ম আছে, তাহাতে কোন বালক অগ্নি-স্থানে পতিত হইলে তাহার প্রখর তেজ সহিতে না পারিয়া তাহা হইতে উদ্ধারার্থে সাধ্যমত চেষ্টা করে, এবং তদর্থে উচ্চৈঃস্বরে পিতা,

মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে আহ্বান করে। অগ্নি স্পর্শ দ্বারা ক্লেশানুভব না হইলে, সে আপনার রক্ষার্থ যত্নবান্ না হইয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে অগ্নি-শয্যায় বিশ্রাম করিত ও তাহার সুকোমল শরীর ক্রমে ক্রমে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইত। তাহার পিতা মাতা তৎসন্নিহিত গৃহে থাকিলেও এ বিষম বিপত্তির সংবাদ পাইতেন না, অবশেষ কার্য্যান্তর উপলক্ষে সেই অগ্নি-স্থানে আগমন করিয়া প্রিয়তম পুত্র বা স্নেহাস্পদ কন্যাকে কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার খণ্ড রূপে পরিণত দেখিতেন। জগতের নিয়ম আমারদিগের মনঃকল্পিত হইলে এপ্রকার অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! এক্ষণে, এরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইলে বালক আপনা হইতে ক্রন্দন করিয়া উঠে, এবং তাহা শুনিবা মাত্র পিতা মাতা ধাবমান হইয়া তাহাকে রক্ষা করে। অতএব, শরীরে অগ্নি সংযোগ হইলে যে ক্লেশানুভব হয়, পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাহা আমারদিগের কল্যাণার্থেই বিধান করিয়াছেন। কিন্তু সে ক্লেশও তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনের ফল: যদি আমরা

শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা তাঁহার শুভকর অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারি, তবে আর এ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না।

পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয়, ইহা যে তিনি আমারদের হিতার্থে নিয়োজন করিয়াছেন, তাহা শারীরিক নিয়মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয়। কোন গুরুতর শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যদি বেদনা বোধ না হইত, তবে তদ্দ্বারা রোগ সঞ্চার হইলেও আমরা জানিতে পারিতাম না, সুতরাং তৎপ্রতীকারার্থে চেষ্টাও করিতাম না। ইহাতে আমারদিগের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে রোগের বৃদ্ধি হইয়া আমারদিগকে মৃত্যু-মুখে পাতিত করিত। অতএব, রোগোৎপত্তি হইলে যে গ্লানি ও যাতনা বোধ হয়, তাহা আমারদিগের শুভাভিপ্রায়েই সঙ্কল্পিত হইয়াছে। সে যাতনাকে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে উপস্থিত রোগের চিকিৎসা করা ও ভবিষ্যতে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ থাকা উচিত। হস্ত পাদাদি ভগ্ন হইলে যে বেদনা

বোধ হয়, তাহাতে তিন প্রকার উপকার আছে; প্রথমতঃ সেই অঙ্গ যে ভগ্ন হইয়াছে ইহা নিশ্চিত অবগত হওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ তাহার প্রতিক্রিয়া না করিয়া আর ক্ষান্ত থাকা যায় না; তৃতীয়তঃ চিকিৎসারম্ভের পরে যদি সেই বেদনা-গ্রস্ত স্থান চলিত বা আহত হয়, তবে তাহার যাতনা বৃদ্ধি হইয়া এই উপদেশ প্রদান করে, যে যে বস্তু বা যে কার্য্য দ্বারা প্রতীকারের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা নিঃশেষে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অতএব, এপ্রকার স্থলে যে ক্লেশ অনুভূত হয়, তাহা অধিক ক্লেশ ও অকাল-মৃত্যু নিবারণার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে। বোধ হয়,যেন " যে কোন প্রকারে হউক, রোগ শান্তি করিতেই হইবে " এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া পরমেশ্বর তাহার একমাত্র উপায় স্বরূপ বেদনা বিধান করিয়াছেন। বেদনার যত আধিক্য হয়, বোধ হয়, যেন তত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া তিনি আমারদিগকে প্রতীকার চেষ্টা করিতে অনুমতি করিতেছেন। অতএব, যে দুঃখ কেবল সুখেরই কারণ, কে না তাহা প্রার্থনা করে? এবং যে পরম পুরুষ তাহা নিয়োজন করিয়াছেন,তাঁহার সমীপে কে

না কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে? রোগ-জন্য যাতনার যে সকল প্রয়োজন অবধারণ করা গেল, তাহার পদে পদে আশ্চর্য্য কৌশল ও অসাধারণ করুণা প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষতঃ, যে স্থলে পীড়া শান্তির আর সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে যে তিনি মহৌষধ স্বরূপ মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া সকল দুঃখ নিবারণ করেন, ইহাতে অন্তিম কাল পর্য্যন্ত তাঁহার করুণার নিদর্শন দৃষ্ট হইতে থাকে। অতএব, নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে ক্লেশ হয়, তাহা আমারদিগের হিতার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে। কোন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহা নিবারণার্থ চেষ্টা করি, এবং ভবিষ্যতে তদ্রূপ অপকর্ম্ম আর না করি, এই দুই পরম কল্যাণকর প্রয়োজন সাধনার্থ পরম কারুণিক পরমেশ্বর শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ দুঃখ সৃজন করিয়াছেন। যে স্থলে ঐ দুঃখ রূপ মহৌষধ দ্বারা প্রতীকার সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া সকল পীড়া শান্তি করেন।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে ক্লেশ ঘটে, তাহারও এই

প্রকার তাৎপর্য্য কি না, বিচার করিয়া দেখা উচিত। এ বিষয় নিরূপণ করা সুকঠিন ব্যাপার; অগ্রে ইতর জন্তুর কার্য্যাকার্য্যের ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া পরে মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করিলে অনেক সুগম বোধ হইতে পারে।

মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুও ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের অধীন। মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুদিগের কতক গুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, এবং এপ্রকার কিঞ্চিৎ বুদ্ধিও আছে, যে তদ্দ্বারা তাহারা স্ব স্ব কার্য্যের ফলাফল জানিতে পারে। তাহারাও এই সকল প্রবল প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পরস্পর অন্যায়াচরণ করে, ও তন্নিবারণার্থ পরস্পর শাস্তি প্রদানও করিয়া থাকে; কিন্তু মনুষ্যের যেমন অন্যায়াচরণকে পাপ বলিয়া জ্ঞান আছে, তাহারদের সেরূপ নাই। কুকুরের যে স্বত্বাস্বত্ব জ্ঞান আছে, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি কোন কুক্কুর এক খান চর্ম্ম লইয়া কোন স্থানে রাখে, এবং যদি আর একটা কুক্কুর তাহা হরণ করিবার চেষ্টা করে, তবে তাহা দৃষ্টি করিয়া ঐ চর্ম্মাধিকারি

কুক্কুরের প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা বৃত্তি উ-ত্তেজিত হয়, এবং সে এই দুই বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আততায়ি কুক্কুরকে দংশন ও প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এপ্রকার প্রতিফল প্রদান করা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কার্য্য। তাহারদের এরূপ কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই, যে তদ্দ্বারা অবৈধ কর্ম্মকে পাপ বলিয়া বোধ করিতে পারে। তাহারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তি হইয়া উহাকে চরিতার্থ করিতে ধাব-মান হয়। কিন্তু ইহাতে শুভ ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আততায়ি জন্তুর আক্রমণে যে আক্রান্ত জন্তুর জিঘাংসাদি বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া আততায়ি জন্তুকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হয়, ইহা পরমেশ্বর ইতর প্রাণিদিগের পর-স্পর অত্যাচার নিবারণার্থে নিয়োজন করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক, ইহাতে জন্তুদিগের পরস্পর শাসন হইয়া এক প্রকার ন্যায়ানুগত কার্য্যই সম্পাদিত হইতেছে।

এ প্রকার শাস্তি বিধানকে কল্যাণদায়ক বলিয়া উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, এ নিয়ম আত-তায়ি জন্তুদিগেরও হিতকারী কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। বাস্তবিক, এ

নিয়ম তাহারদের পরম মঙ্গলদায়ক। যদি সমুদায় কুক্কুর আপন আপন আহার অন্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত থাকিত, তবে কুক্কুর-কুল অবিলম্বে নির্ম্মূল হইয়া যাইত। অতএব, যখন আততায়ির এপ্রকার প্রতিফল প্রাপ্তি তাহার এবং তজ্জাতীয় সকল জন্তুর কল্যাণদায়ক, তখন তাহার শাস্তি-ভোগ যে ন্যায়ানুগত ও শুভাভিপ্রায়ে সংকল্পিত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জগদীশ্বর তাঁহার ইতর জন্তুগণ নিকৃষ্ট প্রজাদিগের অন্যায়াচরণ নিবারণার্থ অন্যান্য প্রকার কৌশল করিয়াছেন, তাহাও অবগত হওয়া অনাবশ্যক নহে। প্রথমতঃ, যথার্থ আততায়ি ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাহারদের শাস্তি দিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ অপহরণাদি করিতে না দেখিলে তাহারদের ক্রোধোদয় হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অত্যাচারী আততায়ী জন্তু যদি অত্যন্ত অনিষ্টকর কর্ম্ম না করে, তবে অত্যাচরিত জন্তু তাহাকে কুক্রিয়াতে নিবৃত্ত দেখিবা মাত্র নিরস্ত হয়, তাহাকে আর কিছু বলে না। আপনার আহার-দ্রব্য রক্ষা করিতে পারিলেই তৃপ্ত থাকে,

তাহা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর পশ্চাৎ ধাবমান হইতে চাহে না।

ইতর জন্তুরা আততায়িকে শাস্তি দিবার সময়ে তাহার কুব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করে না। আততায়ী অত্যন্ত দুরবস্থাতেই পতিত হউক, আর প্রজ্বলিত ক্ষুধানলেই বা দগ্ধ হইতে থাকুক, তাহাতে তাহারা কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ করে না, তজ্জন্য দণ্ডের লাঘবও করে না, এবং শাস্তি প্রাপ্তির পর তাহার কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটনার সম্ভাবনা আছে তাহা বিবেচনা ও তদর্থে খেদ প্রকাশও করে না। সে যদি তাহারদের সমক্ষে অনাহারে বা অঙ্গ-পীড়ায় পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তথাপি তদ্দৃষ্টে তাহারদের কিছু মাত্র দুঃখানুভব হয় না। যে সকল বৃত্তি পরের মঙ্গল-বিধায়িনী ও যদ্দ্বারা কার্য্য-কারণ ও ফলাফল বিচার করা যায়, তাহা না থাকাতেই তাহারা এপ্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারদের সমুদায় প্রবৃত্তিই স্বার্থসাধন-পরায়ণ, অতএব, তাহারা অন্যকে বধ করিয়াও স্বার্থ লাভ করিতে পারিলে তাহাতে কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু ইতর জন্তুদিগের পরস্পর এইরূপ শাস্তি প্রদান যে ন্যায়ানুগত ও উপকারজনক, তাহা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে। এক্ষণে, মনুষ্যদিগের দণ্ড বিধানের বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

ইতর জন্তুদিগের ন্যায় মনুষ্যেরও অনেকানেক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, এবং তাহারদের ন্যায় তিনিও সেই সকল দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া তদনুযায়ি শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন। সুসভ্য জাতীয় রাজা ও রাজপুরুষেরাও চিরকাল এই সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি দণ্ড বিধান করিয়া আসিতেছেন; কেবল সংপ্রতি কোন কোন স্থানে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা ভাব হইতেছে। যদি কোন সন্ধিচোর কাহারও গৃহ প্রবেশ করিয়া অর্থাপহরণ করে, তবে রাজকর্ম্মচারিরা তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত হন। তাঁহারা তদর্থে সাক্ষি আহ্বান করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, এবং তদ্দ্বারা যে ব্যক্তি চোর স্থির হয়, তাহাকে কারারুদ্ধ, নির্ব্বাসিত বা আহত করেন। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, এপ্রকার মনুষ্য-

কৃত দণ্ডে ও ইতর জন্তু-কৃত দণ্ডে কিছু মাত্র বিশেষ নাই। বিচারকর্ত্তাদিগের এই সমুদায় বিচার-কার্য্যকে আপাততঃ কোন না কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অভিযোক্তার গৃহে চুরি গিয়াছে কি না, এবং তিনি যাহাকে চোর বলিয়া অপবাদ দেন, সেই ব্যক্তি যথার্থ চোর কি না, এই দুটি বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান মাত্র বিচারকের সমস্ত বিচার-ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। ইহা কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য নহে, কেবল বুদ্ধির কার্য্য। এ দুই বিষয়ে কুক্কুরাদির ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহারা স্বচক্ষে আততায়িকে অহিতাচার করিতে না দেখিলে শাস্তি প্রদান করে না। যদি আততায়ী জন্তু স্থির-প্রতিজ্ঞ, নির্ভয় ও অপরাঙ্মুখ থাকিয়া অত্যন্ত উপদ্রব করিতে থাকে, তবে কুক্কুরাদি কখন কখন তাহাকে নষ্ট বা নষ্টপ্রায় করে। মনুষ্যও তেমন স্থলে উদ্বন্ধন বা মুণ্ডচ্ছেদ করেন। আততায়ির এরূপ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কারণ কি, এবং তাহাকে শাস্তি দেওয়াতেই বা কি উপকার দর্শে, ইতর জন্তুরা এ দুই বিষয়

অনুসন্ধান করে না। মনুষ্যও সেই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া চলেন। তিনিও কুকর্ম্মির কুপ্রবৃত্তির কারণ অন্বেষণ করেন না, এবং তাহার শাস্তি প্রাপ্তির পর কিরূপ গতি ও প্রবৃত্তি হইবে, তাহাও বিবেচনা করেন না। কুক্কুরের সমুদায়ই নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি, অন্য কোন শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি নাই, এই হেতু সে এরূপ কার্য্য করে। মনুষ্যেরও সেই সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, অতএব তিনিও তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া কুক্কুরবৎ ব্যবহার করেন। আর তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি তিনি দণ্ড বিধান বিষয়ে তাহারদিগকে যথা নিয়মে নিয়োজন করিতে পারেন নাই।

মনুষ্য-সমাজে মার্জ্জিত বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ি দণ্ড বিধানের রীতি প্রচলিত হইলে সংসারের যত মঙ্গল সম্ভাবনা, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি দণ্ড দ্বারা যদিও তত না হউক, কিন্তু কিছু উপকার দর্শে, তাহার সন্দেহ নাই। যত কাল লোকে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বশীভূত থাকে, তত কাল তাহারদের ঐ সমুদায় দুর্জ্জয় প্রবৃত্তির আতি-

শয্য নিবারণার্থ কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আতিশয্য নিবারণ না হইলে জন-সমাজ উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাহাতে দোষি ব্যক্তিদিগেরও দণ্ড-জন্য যাতনা অপেক্ষা অধিক যাতনা উৎপন্ন হয়। অতএব, এক্ষণে যে প্রকার দণ্ড বিধানের রীতি প্রচলিত আছে, তাহা দণ্ডিত ব্যক্তিরও কিঞ্চিৎ উপকার-জনক। কিন্তু প্রাণদণ্ডে তাহার কোন উপকার নাই।

পরমেশ্বর ইতর জন্তুদিগকে কেবল নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়া তাহারদের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর স্বভাব পরস্পর উপযোগি করিয়া রাখিয়াছেন। নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বিধানানুযায়ী দণ্ড তাহারদের পক্ষে যথার্থ উপকারী। অনুমিতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান বুদ্ধিবৃত্তি না থাকাতে, তাহারা মনুষ্যের ন্যায় প্রগাঢ় কৌশল ও গুরুতর মন্ত্রণা পূর্ব্বক দল-বদ্ধ হইয়া কাহারও অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয় না, এবং আপনার দোষ প্রকাশের সম্ভাবনা অসম্ভাবনা বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা গোপন করিতেও চেষ্টা করে না। অত্যাচারি আততায়িদিগের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির ক্ষণিক উদ্রেকে যত দূর অনিষ্ট

ঘটনা হইতে পারে, তাহাই তাহারা করিয়া থাকে; পরে অত্যাচরিত জন্তুদিগের ক্ষণিক ক্রোধ দ্বারা তাহার দমন হয়।

কিন্তু মনুষ্যের বিষয়ে সেরূপ নহে; জগদীশ্বর সমুদয় বাহ্য বিষয়কে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যের উপযোগি করিয়া দিয়াছেন। অতএব, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী দণ্ড বিধান তাঁহার পক্ষে তাদৃশ ফলদায়ক নহে। মনুষ্য আপন দোষ গোপনার্থে ও অসিদ্ধ করণার্থে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন করে, অতএব তাহার এপ্রকার আশা থাকে, যে শাস্তি প্রাপ্ত না হইলেও না হইতে পারি। আর তাহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রবলতাই যদি তাহার কুপ্রবৃত্তির যথার্থ কারণ হয়, তবে কেবল শাস্তি দ্বারা কোন ক্রমেই তাহার দমন হইতে পারে না; কারণ সে স্থলে যে কারণে কুপ্রবৃত্তি হয়, তাহা শাস্তি প্রাপ্তির পূর্ব্বেও যেমন, পরেও তেমনি থাকে। কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়। অতএব, লোকে পুনঃ পুনঃ দণ্ড প্রাপ্ত হইলেও পুনর্ব্বার দুষ্কর্ম্মে রত হয়। এই হেতু সকল দেশের পুরাবৃত্তই পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া

রহিয়াছে এবং ভূমণ্ডলে কুকর্ম্ম-স্রোত চির-কাল সমান বহিতেছে। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার মনুষ্যেরা যেরূপ পাপাসক্ত ছিল, এক্ষণকার লোকেরাও সেইরূপ রহিয়াছে। অতএব, চিরকাল যেরূপ রীতিক্রমে কুকর্ম্মের দণ্ড বিধান হইয়া আসিতেছে, তাহা যখন নিতান্ত নিষ্ফল হইল, তখন উপায়ান্তর চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি দণ্ড বিধান করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, এবং কেবল তদ্দ্বারাই মানব বর্গের পাপ বিমোচন ও ধর্ম্মবর্দ্ধন হওয়া সম্ভব; কারণ পরমেশ্বর আমারদের পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান করিয়াছেন এবং সমস্ত বাহ্য বস্তুকে তাহার উপযোগি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

কুক্কুর আততায়িকে যে প্রহারাদি করিতে যায়, কেবল ক্রোধমাত্র তাহার কারণ। আততায়ির উপদ্রবে তাহার অর্জ্জনস্পৃহাদি কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ক্ষোভোৎপত্তি হয়, এবং জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবৃত্তি তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হইয়া উপদ্রবকারিকে

শাস্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যের ক্রোধের কার্য্যও সেই প্রকার। কাহারও অর্থ অপহৃত হইলে তাহার অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি ক্ষুভিত হয়। কাহাকেও নর হত্যা করিতে দেখিলে আমারদের উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তি অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়। পরে জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া চোর ও হত্যাকারিকে প্রতিফল প্রদান করিতে ব্যগ্র হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যের এই দণ্ডবিধান বিষয়ক ব্যবহারের সহিত কুক্কুরের তদ্বিষয়ক কার্য্যের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। বস্তুতঃ বিভিন্নতা না থাকিবারেই সম্ভাবনা; কারণ, এস্থলে উভয়েই নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া কর্ম্ম করে। কিন্তু একপ দণ্ড বিধান আমারদের প্রধান প্রবৃত্তি সমুদায়ের সম্মত নহে; তাহারদের আদেশানুসারে দোষিদিগের প্রতি কিরূপ ব্যহার করা কর্ত্তব্য তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

চৌর্য্য ও নরহত্যা উপচিকীর্ষার অনুমোদিত নহে, কারণ ঐ উভয় কুকর্ম্মই এ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ। ন্যায়পরতা বৃত্তিও ইহাতে ক্ষুব্ধ ও ক্লিষ্ট হয়, কারণ কাহারও ন্যায্য বিষয়ের উপর

আক্রমণ করা এ প্রবৃত্তির নিতান্ত অনভিমত। আর যাহাতে পরমেশ্বরের প্রীতি-ভাজন জীবদিগের দুঃখোৎপত্তি হইয়া তাঁহার শুভাভিপ্রায়ের অন্যথাচরণ করা হয়, তাহা কোন ক্রমেই ভক্তিবৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। ফলতঃ, যাবতীয় দুষ্কর্ম্মই সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, এবং তাহার উৎসেদ সাধনা করাই তাহারদের অভীষ্ট। দুষ্কর্ম্মকারির স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে এই যথার্থ তত্ত্বের কিছু মাত্র অন্যথা হয় না। উন্মত্ত ব্যক্তিকে নরহত্যা করিতে দেখিলেও দয়াবানের যাতনা বোধ হয়, এবং তাহা নিবারণ করিতে একান্ত অভিলাষ জন্মে। চৌর্য্য-ক্রিয়া জড় ব্যক্তির দ্বারা কৃত হইলেও তাহা ন্যায়পরতার অভিমত হইতে পারে না। অতি সামান্য ব্যক্তিকেও অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করা ভক্তিবৃত্তির সম্মত নহে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে অজ্ঞান ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সংযমে অসমর্থতা বশতঃ দুষ্কর্ম্ম করিলেও যে তাহাতে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় ঘৃণা প্রকাশ করে, তাহার কারণ আছে। প্রথমতঃ, পরমেশ্বর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের এই

প্রকার স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে যে কোন কারণে অনিষ্ট ঘটনা হউক না কেন, তাহা তাহারদিগের অনভিমত ও বিরুদ্ধ-স্বভাবাক্রান্ত। দ্বিতীয়তঃ, আততায়ী ব্যক্তি অবশ-চিত্ত বলিয়া হত বা আহত ব্যক্তির যে ক্লেশের হ্রাস হয় এমত নহে; বুদ্ধিমান্ ও উন্মত্ত উভয়ের অস্ত্রাঘাতই সমান ক্লেশদায়ক, এবং ধূর্ত্ত চৌর ও নির্ব্বোধ জড় উভয়েরই চৌর্য্য-ক্রিয়া দ্বারা ধনির সমান ধন-হানি হয়।

অতএব, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সমুদায় দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, যে কুকর্ম্ম মাত্রই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অনভিমত, এবং যাহাতে তাহা সমূলে নির্মূল হয়, তাহাই তাহারদের প্রার্থনীয়। কোন স্থলে ইহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই পরম মঙ্গলদায়ক অভিপ্রায় সম্পাদনার্থ সমুচিত উপায় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে সকল উপায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সম্মত, আর যাহা নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির প্রযোজিত, এ উভয়ে অনেক বিশেষ আছে। লোকে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কুকর্ম্মের দণ্ড বিধান করে, এ প্রযুক্ত কুপ্রবৃত্তির কারণ ও দণ্ড বি-

ধানের ফলাফল কিছুই বিবেচনা করে না। তাহারা আততায়িকে ধৃত করে, রুদ্ধ করে, এবং হত বা আহত করে। এই পর্য্যন্ত নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির কার্য্যের মীমাংসা,এই স্থলেই তাহার পর্য্যাপ্তি।

কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য এরূপ নহে। তাহারা দোষি ব্যক্তিরও কল্যাণ চেষ্টা করে। উপচিকীর্ষা বৃত্তি তাহাকে পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া ধর্ম্ম-পথে প্রবৃত্ত করিতে ও তদ্দ্বারা সুখামৃত-রসে অভিষিক্ত করিতে উৎসুক হয়। ভক্তিবৃত্তির এই আদেশ, যে তাহাকে অবজ্ঞা না করিয়া সর্ব্বসাধারণ মনুষ্যের সহিত যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য সেইরূপ করাই উচিত। ন্যায়পরতার এই উপদেশ, যে যেপ্রকার দণ্ড দ্বারা তাহার পাপাসক্তির মূলোন্মূলন ও দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, তাহাই প্রদান করা কর্ত্তব্য। অতএব, আমারদের প্রধান প্রধান বৃত্তির যেপ্রকার উপদেশ, তাহাতে, সর্ব্বাগ্রে দুষ্প্রবৃত্তির মূল ও দুষ্কর্ম্মির দুষ্কর্ম্ম নিবারণের উপায়, এই দুই বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ করা আবশ্যক।

আমারদিগের যে সমুদায় মনোবৃত্তি আছে, তাহারই কোন না কোন বৃত্তির অনুচিত নিয়োগ দ্বারা দুষ্কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাহারদের অনুচিত নিয়োগেরই বা কারণ কি? তাহার ত্রিবিধ কারণ আছে; যথা প্রথমতঃ কোন কোন প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রবল থাকাতে, তাহার আতিশয্য দ্বারা আপনা হইতেই পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়; দ্বিতীয়তঃ বাহ্য বিষয় দ্বারা কোন কোন প্রবৃত্তি অতিশয় উত্তেজিত হইলেও দুর্ম্মতি উপস্থিত হয়; তৃতীয়তঃ কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও কোন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য তাহা না জানাতেও অনেকানেক কুকর্ম্ম ঘটিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে এই ত্রিবিধ কারণের বিষয় লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ।—ব্যক্তি বিশেষের প্রবৃত্তি বিশেষ যে স্বভাবতঃ প্রবল হয়, পিতা মাতার প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণ দোষই ইহার এক মাত্র কারণ। তাঁহারদের যে সমুদায় মনোবৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী থাকে, সন্তানেরও সেই সকল বৃত্তি অতিশয় বল প্রকাশ করে। অতএব, ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে কোন কোন ব্যক্তি এ

প্রকার বিরুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, যে আপনা হইতে তাহারদের বলবতী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে সম্বরণ করিয়া রাখা এক প্রকার অসাধ্য। তাহারা দুষ্কর্ম্ম না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। তাহারদের স্বভাব বৃক্ষে পাপ রূপ ফল ফলিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ।—অন্নের অসংস্থান, সুরাপান, কুদৃষ্টান্ত দর্শন, প্রবৃত্তি বিশেষের বিষয় সংঘটন ইত্যাদি অনেকানেক কারণে কোন কোন প্রবৃত্তির অতিমাত্র উত্তেজনা হইয়া দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ।—আমারদের মানসিক প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকাতেও পৃথিবীতে পাপ-প্রবাহ বৃদ্ধি হইয়াছে। সতীর সহমরণ গমন, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, নরবলি প্রদান প্রভৃতি বিস্তর দুষ্কর্ম্ম ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল। ভারতবর্ষীয় ও অন্যান্য দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই প্রকার বিষম ব্যাপার সমুদায়ের বিধি আছে, এবং বহু কালাবধি লোকে তাহা স্বর্গ-সাধন জানিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে।

এই ত্রিবিধ কারণ উৎপাদন ও পরিত্যাগ করা পাপি ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন নহে। সে আপনার স্বভাব-সিদ্ধ নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির প্রবলতাও উৎপাদন করে নাই; যে সকল বাহ্য ব্যাপার দ্বারা কোন কোন নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া দুষ্প্রবৃত্তি প্রদান করে, সে ব্যক্তি তাহারও কারণ নহে; এবং আপনার অজ্ঞান রূপ রোগেরও উৎপাদক নহে। কিন্তু যদিও সে আপনার দুষ্প্রবৃত্তির কারণ না হউক, তথাপি তাহার ও সংসারের কল্যাণার্থে তাহাকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমারদের বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় তাহার কুপ্রবৃত্তি নিবারণ করিতে আদেশ করিতেছে। অত-এব, কি প্রকারে এই পরম প্রার্থনীয় মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। বুদ্ধি অনুমতি করিতেছেন, দুষ্ক্রিয়ার কারণ নিরাস করিলেই দুষ্ক্রিয়া নিরাস হইবে। অত-এব, কিরূপে কোন্ কারণের কি প্রকার নিরা-করণ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ।—কোন কোন প্রবৃত্তির অত্যন্ত প্রবলতা দুষ্প্রবৃত্তির প্রথম কারণ। একাল

পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক যত নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে এ দোষ সহসা নিরাকরণ করিবার কোন উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে এস্থলে বুদ্ধিবৃত্তির এই উপদেশ, যে দোষি ব্যক্তিকে যে স্থানে যেরূপ নিয়মে রাখিলে তাহার প্রবল নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল বর্দ্ধিত ও চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা না থাকে, সেই স্থানে সেইরূপ নিয়মে রক্ষা করিবেক। যে ব্যক্তি কোন নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া একবার কোন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে পুনঃ পুনঃ তাহাতেরত হইয়া জনসমাজের অনিষ্টোৎপত্তি করিতে পারে; অতএব, সংসারের কল্যাণার্থে তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তদনন্তর, যাহাতে তাহার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আইসে, তাহা কর্ত্তব্য। ইহা সম্পন্ন করিতে হইলে, যে যে বিষয় দ্বারা নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে, তৎসমুদায়ের সহিত তাহার সংস্রব রাখা উচিত নহে। কুসংসর্গ, পরিশ্রম পরিত্যাগ ও মাদক সেবন করিলে দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়; অতএব, কুকর্ম্মি ব্যক্তিরা যাহাতে এই সমস্ত

দোষ পরিবর্জ্জিত হয়, তাহার উপায় করা আবশ্যক। এক্ষণকার কারাগারের যে রূপ বিশৃঙ্খলা, তাহাতে তাহারদিগকে দিবারাত্রই কুসংসর্গে থাকিতে হয়। যত দুর্দ্দান্ত পাপাসক্ত নরাধম পরস্পর একত্র সহবাস করিয়া পরস্পরের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রবল করিতে থাকে। এক্ষণকার কারাগারের ন্যায় পাপিদিগের পাপ শিক্ষার পাঠশালা আর দ্বিতীয় নাই। অতএব, বন্দীদিগকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত, এবং যখন তাহারদিগের একত্রে থাকিবার প্রয়োজন হয়, তখন যাহাতে তাহারা পরস্পর অসদালাপ, অসদভিপ্রায় প্রকাশ ও কুপ্রবৃত্তি প্রদান করিতে না পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। আর, তাহারদিগকে কর্ম্ম বিশেষে নিযুক্ত রাখা অতি আবশ্যক। পরিশ্রমের পর দুষ্প্রবৃত্তি দমনের ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু যে সকল কর্ম্মে প্রধান প্রধান বৃত্তির চালনা হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। তাহাতে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির তেজোহানি হইয়া উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ।—বাহ্য বিষয় দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা দুষ্প্রবৃত্তির দ্বিতীয় কারণ। পূর্ব্বোক্ত প্রথম কারণ প্রশমনার্থ যে যে ব্যাপার সাধন করা কর্ত্তব্য, তাহাতেই দ্বিতীয় কারণের নিরাকরণ হইবেক। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে সকল বিষয় দ্বারা নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তাহার সহিত পাপাসক্ত ব্যক্তির সংস্রব রাখা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

তৃতীয়তঃ।—অজ্ঞান দুষ্প্রবৃত্তির তৃতীয় কারণ। যথা নিয়মে সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা দান করিলেই ইহার প্রতীকার হইতে পারে। উত্তম অধ্যাপক নিযুক্ত রাখিয়া কারাগারস্থ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এবং সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিরা তথায় গমনাগমন পূর্ব্বক কথা প্রসঙ্গে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহারদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করিলে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে।

যদি এ প্রকার ব্যবহারকে দণ্ড বলা যাইতে পারে, তবে কুকর্ম্মিদিগকে এইরূপ দণ্ড প্রদান করাই কর্ত্তব্য। এরূপ আচরণ আমা-

রদের সমস্ত প্রধান বৃত্তির অভিমত ও পরিতৃপ্তিজনক। এরূপ আচরণ দ্বারা দোষি ব্যক্তির চরিত্র শোধন ও জনসমাজের উপকার হইয়া উপচিকীর্ষা বৃত্তি চরিতার্থ হয়, দোষির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা সম্পন্ন হইয়া ন্যায়পরতা বৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়, তাহার প্রতি অনাদর প্রকাশ না হইয়া যথোচিত আদর প্রকাশ হওয়াতে, ভক্তি বৃত্তির তৃপ্তি লাভ হয়, এবং কারাগারের এইরূপ সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন হইলে সংসারের পাপ-প্রবাহ ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ হয়।

অতএব, দুষ্কর্ম্মিদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমনের এইরূপ রীতিই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুগত, আর এক্ষণে প্রায় সকল দেশে যেরূপ দণ্ড বিধানের রীতি প্রচলিত আছে, তাহা কেবল নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির কার্য্য। প্রথমোক্ত রীতিকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত এবং শেষোক্ত রীতিকে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত বলিয়া উল্লেখ করা গেল। এই উভয় রীতির ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রথমোক্ত রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা শুভদায়ক বলিয়া প্রতীত হইবেক।

কেবল ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক দুষ্কর্ম্ম নিবারণের চেষ্টা করা নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির উদ্দেশ্য। কিন্তু লোকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে অজ্ঞান এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিশেষের প্রবলতা বশতঃ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, অতএব, তাহার নিরাকরণ না হইলে তাহারদের দুষ্কর্ম্মের নিবারণ হওয়া কোন ক্রমে সম্ভাবিত নহে। যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই ঘটে, কারণ নিরাস না হইলে কার্য্য নিরাশ হইতে পারে না।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির এরূপ তাৎপর্য্য নহে। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে কুপ্রবৃত্তি দেখিলেই সেই কুপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি চেষ্টা করা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের উদ্দেশ্য; তাহা না করিয়া তাহারা তৃপ্ত থাকিতে পারে না। এক্ষণে, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি অনুসারে রাজপুরুষেরা দোষিকে দণ্ড দিয়া মোচন করিয়া দেন। তাহার দুষ্প্রবৃত্তির কারণ সমদায় পূর্ব্ববৎ অব্যাহত থাকে; সুতরাং সে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনর্ব্বার লোকের উপর উপদ্রব আরম্ভ করে। কিন্তু কুকর্ম্মির কুপ্রবৃত্তির কারণ নিরাকরণ করা ধর্ম্ম-

প্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই তাহার দুষ্কর্ম্ম নিবারণ হয়।

নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি অনুসারে শাস্তি প্রদান করিলে, দোষি ব্যক্তি এবং জনসমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তির নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল সচেষ্টিত রাখা হয়; কারণ, তদীয় দণ্ড দণ্ডদাতার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, এবং দণ্ডিত ব্যক্তির নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করে। দেখ, প্রহারাদি কায়-দণ্ড দণ্ডদাতার জিঘাংসা হইতে উৎপন্ন হইয়া দণ্ডিত ব্যক্তির ভয় ও ক্রোধাদি উৎপাদন করে। প্রাণ-দণ্ডও দণ্ডকর্ত্তার ঐ জিঘাংসা বৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়। ফলতঃ, কেবল দণ্ডিত ব্যক্তির নহে, এই সকল দণ্ড দর্শন করিয়া দর্শকদিগেরও জিঘাংসা প্রভৃতি নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আর, এরূপ দণ্ড বিধানের সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কোন সংস্রব নাই। ইহা দেখিয়া কি দণ্ডদাতা, কি দণ্ডিত দোষী, কি দণ্ড দর্শক কাহারও কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালিত হয় না।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি অনুসারে দুষ্কর্ম্মির দুষ্প্রবৃত্তি দমনের চেষ্টা করিতে হই-

লে, কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল নিয়োজিত করিতে হয়। যদিও কোন কোন নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি নিযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের কিঙ্কর স্বরূপ থাকিয়া তাহারদেরই শুভ সঙ্কল্প সম্পন্ন করিতে থাকিবে। যাহারা এরূপ দণ্ড-বিধান সম্পাদন করিবে, তাহারদের উপচিকীর্ষা বৃত্তি কি কুকর্ম্মাসক্ত ব্যক্তি কি অপর লোক সকলেরই উপকার উদ্দেশে অত্যন্ত উত্তেজিত থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ হইবে। এবম্প্রকার দণ্ড বিধানের সমুদায় ব্যাপারই জন-সমাজের কল্যাণদায়ক ও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদক।

নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত দণ্ড-বিধান বিষয়ে যখন যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে,ও যাহারা তাহা দর্শন করে,তাহারদের তৎকালোৎপন্ন সন্তানেরা শারীরিক নিয়মানুসারে প্রবল নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে, এক জনের প্রাণ-দণ্ড বহু জনের প্রাণ-দণ্ডের হেতু হইতে পারে।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির ফল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহারা তৎ সম্পাদনে নিযুক্ত থাকিবে, তাহারদের সন্তানেরা পিতা

মাতার প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিবে; এবং যাহারা এই সুচারু শুভকর নিয়মানুসারে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, তাহারদেরও উত্তর-কালবর্ত্তি সন্তানেরা আপন আপন পিতা মাতা অপেক্ষা পুণ্যশীল হইবে। তাহারদের পাপ-পঙ্কে পতিত হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকিবে না।

এক্ষণে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি অনুসারে যেরূপ দণ্ড বিধান হইয়া থাকে, তাহাতে, যথার্থ সাক্ষি পাওয়াও দুষ্কর। যদি দোষি ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনে স্বচক্ষে তাহাকে দুষ্কর্ম্ম করিতে দেখে, তথাপি তাহাকে বিচারস্থলে উপস্থিত করিতে ও যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করিতে সম্মত হয় না; কারণ কাহাকেও দণ্ড-দাতার কোপানলে নিক্ষেপ করা উপচিকীর্ষাদি প্রধান প্রবৃত্তির অভিমত নহে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি প্রচলিত হইলে, পরমাত্মীয় ব্যক্তিও তাহাকে বিচারকের হস্তে সমর্পণ করিতে আশঙ্কা করিবেক না। তখন কারাগার বিদ্যাগার স্বরূপ হইবে। বিদ্যাগারে পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে প্রেরণ করিতে কাহার অমত? যাঁহাতে আত্মীয় ব্যক্তির

দুষ্প্রবৃত্তি দমন, জ্ঞান বর্দ্ধন ও চরিত্র শোধন হয়, তাহা কাহার অনভিপ্রেত ?

এক্ষণে যে প্রাণ-দণ্ডের নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত অপকারী ও ঘৃণাকর। তাহা কোন ক্রমেই আমারদের উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভিমত হইতে পারে না, সুতরাং পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। এই প্রাণ-দণ্ড সম্পাদনার্থ যে প্রাণ-ঘাতক নিযুক্ত থাকে, তাহার পদও অতি ঘৃণাকর। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীত্যনুসারে দোষি ব্যক্তিকে যাঁহারদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, তাঁহারা শিক্ষক, চিকিৎসক ও ধর্ম্মোপদেশক। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রাণ-ঘাতকদিগের ন্যায় অনাদরণীয় হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারদের কার্য্য আমারদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির যেরূপ স্ফূর্ত্তিকারক, তাহাতে তাঁহারদিগকে পরম পূজনীয় প্রধান মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অতএব, ইহা অবধারিত হইল, যে এক্ষণে ভূমণ্ডলে যেরূপ দণ্ড বিধানের রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অশেষ-দোষাকর, আর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি নিরবচ্ছিন্ন-কল্যাণকর।

এক্ষণে রাজপুরুষেরা যেমন নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া দোষির দণ্ড বিধান করেন, জন-সমাজস্থ অপর সাধারণ লোকেও পরস্পর তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভূমণ্ডলে নিষ্পাপ মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাঁহারা গুরুতর দুষ্কর্ম্মে আসক্ত নহেন, তাঁহারাও সচরাচর অল্প অল্প দোষ করিয়া থাকেন। তাহার কারণানুসন্ধান করিলে প্রতীতি হইবে, আমারদের যে সমস্ত নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তির অত্যন্ত প্রবলতা দ্বারা গুরু পাপের উৎপত্তি হয়, তাহারই অল্প অল্প উত্তেজনা দ্বারা লঘু পাপে প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে আত্মাদর ও জিঘাংসাদির বশবর্ত্তি হইয়া লোকের কুৎসা করি, তাহারই অত্যন্ত প্রবলতা দ্বারা প্রহার ও প্রাণ সংহার করিতে প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে জুগোপিষা ও অর্জ্জনস্পৃহার অনুবর্ত্তি হইয়া কোন পণ্য বস্তুর গুণ আরোপিত করিয়া বর্ণনা করি, অথবা তাহার উচিত মূল্য না বলিয়া অধিক করিয়া বলি, তাহারই অত্যন্ত অবৈধ উত্তেজনা দ্বারা চৌর্য্য-ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি হয়। অতএব, আমারদের ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মের অত্যল্প অন্যথাচরণও অবশ্যই

কোন না কোন মনোবৃত্তির অবৈধ নিয়োগের ফল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, গুরু বা লঘু কোন পাপ আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভিমত নহে, কারণ সকল প্রকার কুকর্ম্মই তাহারদের বিরুদ্ধ-ভাবাক্রান্ত। যাহাতে অজ্ঞান-কৃত ও মোহ-প্রবর্ত্তিত সকল দুষ্কর্ম্ম সমূলে নির্ম্মূল হয়, তাহাই তাহারদের অভিপ্রেত।

এক্ষণকার লোকের যেপ্রকার রীতি নীতি, তাহাতে সকলেই কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তি হইয়া দোষিদিগকে শাস্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেহ অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকার করা, কেহ হিংসা করিলে তাহার প্রতিহিংসা করা, কেহ পাপ করিলে প্রতিপাপ করা, এক্ষণকার লোকের রীতি। যদি ভদ্র লোকের মধ্যে কেহ কাহারও অপমান করে, তবে অপমানিত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের মনের অবস্থা ও তাহার কুপ্রবৃত্তির অন্যান্য কারণ অনুসন্ধান না করিয়া কোপান্বিত হইয়া তাহাকে কটূক্তি বা প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। লোকে সচরাচর এই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু একপ দণ্ডে

ও পশুদিগের প্রদত্ত দণ্ডে বিশেষ বিভিন্নতা নাই।

এরূপ দণ্ড বিধানে যে কিছুই উপকার নাই এমত নহে। যে সকল ব্যক্তি স্বকীয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ আপনা হইতে দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ না করে, তাহারা তথাপি লোক ভয়ে ও শাস্তি ভয়ে অধর্ম্মানুষ্ঠানে কতক ক্ষান্ত থাকিতে পারে। কিন্তু এতাবন্মাত্রেই এরূপ দণ্ড বিধানের ফলাফল পর্য্যাপ্ত হয়, ইহার দ্বারা অত্যাচারি ব্যক্তির দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হইয়া ভয়াদি প্রবল হয়, এবং অত্যাচরিত ব্যক্তির জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং ইহাতে লোক-সমাজে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির প্রবলতা রক্ষা পাইয়া যায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিলক্ষণ উন্নতি ও সমধিক চালনা ব্যতিরেকে সদনুষ্ঠানে ও অসৎ পরিত্যাগে অভ্যাস পায় না।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত নিয়মানুযায়ি দণ্ড বিধানের ফল আর এক প্রকার। আমারদিগের বুদ্ধিবৃত্তি দোষির দোষোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করে, এবং সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি

দোষিকে অবজ্ঞা ও অনাদর না করিয়া তাহার দোষাঙ্কুর সমূলে উন্মূলন করিতে চাহে। কেহ কাহারও অপমান করিলে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অবধারিত হয়, যে ঐ দুরাচারের জিঘাংসা ও আত্মাদর এই দুই বৃত্তির অতিমাত্র প্রবলতা, অথবা ঐ অপমানিত ব্যক্তির কোন প্রকার অন্যায়াচরণ দ্বারা তাহার ক্রোধোদয় হওয়া, কিম্বা তাহার ভ্রম ক্রমে অপমানিত ব্যক্তিকে আপনার অনিষ্টকারি জ্ঞান করা, এই তিন কারণের কোন কারণে তাহার এই ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্তি হইয়াছে তাহার সংশয় নাই। যদি কেহ কাহাকেও প্রবঞ্চনা করে, তবে বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত হয়, যে তাহার ন্যায়পরতা অপেক্ষা সুগোপিষা ও অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রবলতা, অথবা সম্মুখোপস্থিত বিষয়ের লোভ সম্বরণে অসমর্থতা, কিম্বা প্রবঞ্চনা দ্বারা পরিণামে প্রবঞ্চকের নিজেরও অনিষ্ট হয় ইহা জ্ঞাত না থাকা, এই তিন কারণের কোন না কোন কারণে তাহার প্রতারণায় প্রবৃত্তি হইয়াছে তাহার সংশয় নাই। সমুদায় অবৈধ কর্ম্মেরই এই প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই সমুদায় কারণের নিরাকরণ করা বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্দেশ্য, কেন না কারণের ধ্বংস হইলেই তাহার অধর্ম্ম রূপ কার্য্যের ধ্বংস হয়। যে প্রকারে এই শুভ সংকল্প সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাও উপদেশ দেওয়া ঐ সমুদায় প্রধান বৃত্তির কার্য্য। যদি কোন ব্যক্তির এ প্রকার উগ্র প্রকৃতি থাকে, যে সে সকল লোকেরই সহিত বিবাদ বিসম্বাদ ও সকলেরই অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে সকল বিষয় দ্বারা তাহার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে, সে সকল বিষয়ের সহিত তাহার কোন সংস্রব না রাখিয়া কেবল বুদ্ধিমান্ শান্ত-স্বভাব ব্যক্তিদিগের দ্বারা তাহাকে বেষ্টিত রাখা কর্ত্তব্য। যদি সে লোভী হয়, তবে যাহাতে তাহার সমক্ষে লোভ-জনক সামগ্রী উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যদি সে অজ্ঞানাবৃত ও ভ্রমাচ্ছন্ন হয়, তবে উপদেশ দ্বারা তাহার অজ্ঞান তিমির দূর করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তির নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি এরূপ প্রবল এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এরূপ দুর্ব্বল, যে তাহারা লোকালয়ে বাস করিলে কুকর্ম্ম না করিয়া থাকিতে

পারে না, এবং সহস্র প্রকারে বিবিধ যত্নে উপদিষ্ট হইলেও অধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। এ প্রকার ব্যক্তিরা কেবল লোকের উপর উপদ্রব করিয়া জীবন ক্ষেপণ করে। অতএব, তাহারদিগকে যাবজ্জীবন রুদ্ধ রাখিয়া কর্ম্ম বিশেষে নিযুক্ত রাখা ও অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য। নিতান্ত নির্ব্বোধ যে জড় ও উন্মাদগ্রস্ত লোক, তাহারদিগকে প্রতিপালন করা যদি উচিত হয়, তবে যাহারদিগকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ে এক প্রকার জড় বলা যাইতে পারে, তাহারদিগকে প্রতিপালন করাও কেন না কর্ত্তব্য হয়? খঞ্জ ও অন্ধদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়া যদি শ্রেয়ঃ হয়, তবে যাহারা ধর্ম্ম জ্ঞান বিষয়ে অন্ধ, তাহারদিগকে পোষণ করাও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কাহাকেও এ প্রকার দুর্দ্দান্ত পাপাসক্ত জানিলে, কেহ তাহাকে আপনার ভৃত্য স্বরূপে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হয়েন না। আপনার কর্ম্মে যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে না পারা যায়, তাহাকে রুদ্ধ না করিয়া জন-সমাজে যথেচ্ছাচার করিতে দেওয়া কিরূপে উচিত হইতে

পারে? অতএব যে সকল দোষির দুষ্প্রবৃত্তি বিমোচন হইয়া চরিত্র শোধন হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহারদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সৎপ্রবৃত্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য, আর যাহারদের সেরূপ সম্ভাবনা নাই, তাহারদিগকে রুদ্ধ রাখিয়া ভরণ পোষণ করা ব্যতিরেকে আর উপায়ান্তর নাই।

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে এ মতে পাপ পুণ্যের বিশেষ কি? যদি নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রবলতা, লোভ-জনক দ্রব্যের সন্নিধান, ও অজ্ঞান এই তিন কারণে মনুষ্যের দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, অথচ তিনি স্বয়ং এই ত্রিবিধ দোষেরই কারণ না হন, তবে কি প্রকারে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ হইতে পারে?

এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতি সুগম। আমারদের মানসিক প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই, পাপ পুণ্যের পরস্পর বিভিন্নতা স্পষ্ট রূপে প্রতীত হয়। নর হত্যা করা পাপ, কারণ তাহা উপচিকীর্ষা বৃত্তির বিরুদ্ধ। পর-ধন অপহরণ করা পাপ, কারণ তাহা ন্যায়পরতা বৃত্তির বিরুদ্ধ। পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করা পাপ,

কারণ তাহা ভক্তি বৃত্তির বিরুদ্ধ। আমারদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় যে সর্ব্ব-প্রধান, এবং নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায়কে যথা নিয়মে নিয়োজন ও শাসন করা যে তাহারদের কর্ত্তব্য, এ জ্ঞানও আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ। আর যাহাতে এই সকল প্রধান বৃত্তির প্রাধান্য থাকে ও তাহারদেরই অনুমতি বলবতী হয়, জগদীশ্বর সমস্ত বাহ্য বস্তুর তদুপযোগি শৃঙ্খলা করিয়া দিয়াছেন। যদি উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা এই উভয় বৃত্তি নরহত্যা ও চৌর্য্য-ক্রিয়াকে অতি দূষ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আদেশ করে, এবং আর আর সমুদায় মনোবৃত্তি ও সমস্ত বাহ্য বস্তু বিষয়ক নিয়মের সহিত সেই আদেশের ঐক্য থাকে, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ ও অতি প্রামাণিক।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে, যে যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, তবে এ বিষয়ে সকল দেশীয় লোকেরই এক প্রকার অভিপ্রায় থাকা সম্ভব; কিন্তু তাহার বিপরীত দেখ, তাতার দেশীয়

লোকে বিদেশীয়দিগের ধন অপহরণ করা শ্লাঘ্য বলিয়া জানে।

এ সংশয় বিমোচন করাও কঠিন নহে। আমারদের যেমন উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ন্যায়পরতা আছে, সেইরূপ, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি অন্যান্য অনেক মনোবৃত্তি আছে। বুদ্ধিবৃত্তি যদি উত্তম রূপে মার্জ্জিত না হয়, অনভিজ্ঞ ও ভ্রমাচ্ছন্ন থাকে, তবে তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রধান বৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলও কুপথে সঞ্চারিত হইতে পারে। তাতার দেশীয়দিগের ভিন্ন জাতীয় লোককে আপনাদের শত্রু বলিয়া বিশ্বাস আছে, এই হেতু তাহারা ভিন্ন দেশীয়দিগের প্রাণ বধ ও অর্থাপহরণ করা শ্লাঘার বিষয় বলিয়া জানে। তাহারা ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি মাত্রকে চৌর ও দস্যুবৎ জ্ঞান করে, এবং তদনুসারে, তাহার অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয়। যদি তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইয়া এ ভ্রম দূরীকৃত হইত, তবে আর চৌর্য্য ও দস্যু-বৃত্তিকে বিহিত কার্য্য বোধ হইত না। যদি তাহারদের এ প্রকার বিশ্বাস জন্মিয়া দিতে পারা যায়, যে কোন জাতীয় লোক তাহারদের বৈরী নহে, সকল লো-

কই তাহারদিগকে ভাল বাসে ও মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহারদের হিতাকাঙ্ক্ষা করে, এবং পরে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে ভিন্ন জাতি মাত্রেরই ধন প্রাণ হরণ করা কর্ত্তব্য কি না, তবে তাহারা কখনই এরূপ অবিহিত কার্য্যকে বিহিত বলিয়া স্বীকার করিবেক না। এদেশীয় লোকেরাও যে জীবিত দেহে সতী স্ত্রীর চিতারোহণ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, দেব সন্নিধানে নরবলি প্রদান ইত্যাদি দারুণ দুষ্কর্ম্ম সকল বৈধ কর্ম্ম জ্ঞানে অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারদের বুদ্ধির দোষই ইহার এক মাত্র কারণ। তাঁহারা এই সকল ক্রিয়াকে স্বর্গ-সাধন ও শুভ-সাধন বলিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং শিক্ষকদিগের দোষে শিক্ষিতেরা দূষিত হইয়া আসিয়াছেন। নর-হত্যা ও আত্ম-হত্যা যে মহাপাপ ইহা তাঁহারা বিশিষ্ট রূপে অবগত আছেন, এক্ষণে যদি জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় জানিতে পারেন, যে এ সকল কার্য্য কোন ক্রমেই স্বর্গ-সাধন নহে, শোক, দুঃখ, পর-পীড়া প্রভৃতি ইহার ফল, যে শাস্ত্রে এই সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার বিধি আছে তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, তবে

আর তাঁহারা কখনই এই সমুদায় নিষ্ঠুর কর্ম্মকে বিহিত বোধ করেন না। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ অভিপ্রায় প্রকাশ করা যাইতেছে না। এ কথা যথার্থ কি না তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যানুশীলন দ্বারা স্বীয় বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিয়াছেন, তাঁহারা আর এই সমুদায় ঘৃণিত কর্ম্মকে স্বর্গ-সাধন জ্ঞান করেন না; বরং এ সকল কুপ্রথাকে নিতান্ত অসভ্যতার চিহ্ন বোধ করেন। অতএব, আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্বভাব ও ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম সর্ব্বত্রই সমান, কেবল তাহারা ভ্রান্তিবিশিষ্ট বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হইলেই অশুভ ফল উৎপাদন করে। স্বভাব দোষেই হউক, বা অজ্ঞান প্রযুক্তই হউক, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সুধাময় উপদেশ অবহেলন করিলেই দুঃখ রূপ প্রতিফল ভোগ করিতে হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ি দণ্ড বিধানের যেরূপ বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে সকলেরই প্রতীতি জন্মিবে, যে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা পরমেশ্বর আমারদিগের হিতার্থেই

নিয়োজন করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার অপার করুণা ও অনবচ্ছিন্ন ন্যায়পরতার চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। এক বার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আর সে দুষ্কর্ম্ম না করি, এবং এক জনের দণ্ড দেখিয়া অন্যে শাস্তি ভয়ে ভীত হইয়া সাবধান হয়, এই দুই পরম প্রয়োজন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারি দণ্ড দ্বারা সাধিত হইতেছে। অতএব দুষ্প্রবৃত্তি নিবারণ এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি সাধন এই স্বভাব-সিদ্ধ শাস্তির উদ্দেশ্য। দুষ্প্রবৃত্তি নিবারণ হইলে দুঃখ নাশ হয়, এবং জ্ঞান বৃদ্ধি ও ধর্ম্মোন্নতি হইলে আনন্দ লাভ হয়, অতএব, মনুষ্যের আনন্দ বৃদ্ধিই ইহার প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পুষ্পের সহিত যেমন গন্ধের সংযোগ, ধর্ম্মের সহিত সেই রূপ সুখের সম্বন্ধ। যাঁহারা কহিয়া থাকেন, অনশন, শীতোষ্ণ-সহিষ্ণুতা, অঙ্গ বিশেষের অবশতা, শর-শয্যায় শয়ন ইত্যাদি অনর্থক ক্লেশ স্বীকার করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাঁহারা ঘোরতর অজ্ঞানে আবৃত। আমারদিগের কি শারীরিক কি মানসিক কোন প্রকার ক্লেশ

ভোগ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং তদ্দ্বারা কোন ক্রমেই ধর্ম্ম সঞ্চয় হয় না। সকল প্রকার ক্লেশই তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।

ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের দুঃখ রূপ প্রতিফল যে মনুষ্যের হিতার্থে নিয়োজিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করা গিয়াছে। ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহারও এই তাৎপর্য্য। পাপাচরণের দুঃখময় ফল প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হই, ও অন্যে তদ্দৃষ্টে সাবধান হইয়া দুষ্কর্ম্মে বিরত থাকে, এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর সে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অশেষ প্রকার অসুখের কারণ উপস্থিত হয়। প্রবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল সতেজে চালনা করিলে যে নির্ম্মল সুখ সম্ভোগ করা যায়, তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়; লোকের নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র হইয়া মহা অসুখে কাল যাপন করিতে হয়; ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য

না হইয়া নৈরাশ ও বিরক্তি রূপ ফল ভোগ করিতে হয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম পরিপালনে সম্যক্ সমর্থ না হইয়া পীড়িত ও ক্লিষ্ট হইতে হয়। অধর্ম্মাচরণের এই সকল অশুভ ফল দৃষ্টি করিয়া আমরা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, এই অভিপ্রায়ে পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাহাতে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। অতএব, সংসারে অধর্ম্ম ও দুঃখ নাশ এবং ধর্ম্ম ও সুখ বৃদ্ধি এ প্রকার দণ্ড বিধানের এক মাত্র উদ্দেশ্য, এবং আমারদের সমস্ত মনোবৃত্তি ও বাহ্য বস্তুর শৃঙ্খলাও তাহার সম্যক্ উপযুক্ত।

# অষ্টমাধ্যায়

## নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের সমবেত কার্য্য

পরমেশ্বর যে নিয়ম প্রতিপালনের যে প্রকার ফল বিধান করিয়াছেন, এবং যে নিয়ম লঙ্ঘনের যে প্রকার শাস্তি নিয়োজন করিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইতে পারে না। কিন্তু সংসারে দুই, তিন বা অধিক নিয়ম পরস্পর সহকারি বা বিরুদ্ধকারি হইয়া এক এক কার্য্যের উৎপত্তি করে, এ নিমিত্ত কোন্ নিয়মের কি ফল ও কোন্ কারণের কি কার্য্য তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। তাহা নিরূপণ করিতে না পারাতেই, লোকে নানা প্রকার অমূলক কারণ কল্পনা করিয়া থাকে।

নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পরস্পর সমবেত হইয়া কার্য্য করিলে যেরূপ ফলোৎপত্তি হয়, তাহার কয়েকটা উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

কাম, বুভুক্ষা প্রভৃতির বশবর্ত্তি হইয়া নানা প্রকার অহিতাচরণ পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলে শারীরিক অসুস্থতা হয়। এস্থলে যদিও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে রোগ জন্মে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রথমে ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হওয়াতেই আনুষঙ্গিক শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া উঠে।

যদি কেহ ব্যয়-কুণ্ঠ হইয়া দুর্গন্ধময় কদর্য্য স্থানে বাস ও অহিতকারি দ্রব্য ভক্ষণ করে, তবে তাহার শরীর অসুস্থ ও মন নিস্তেজ হয়। এস্থলে যদিও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন ইহার মুখ্য কারণ, কিন্তু তাহার অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হওয়াতেই শারীরিক নিয়ম পালনের ব্যাঘাত জন্মে।

সুনিপুণ নাবিকের সুনির্ম্মিত দৃঢ় নৌকা ভাড়া করিলে অধিক ভাড়া লাগিবে, এই ভয়ে যে কৃপণ ব্যক্তি কোন অনিপুণ নাবিকের

পুরাতন জীর্ণ নৌকায় আরোহণ করে, তাহার জল-মগ্ন হইয়া প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা। যদিও ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে এপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটে, কিন্তু অর্জ্জন-স্পৃহা বৃত্তির প্রবলতাকে ইহার মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ব্বে, সামাজিক নিয়মের যে প্রকার বিবরণ করা গিয়াছে, তদনুসারে অনেকে ঐক্য হইয়া কার্য্য বিশেষে কোন প্রধান ব্যক্তির বশবর্ত্তি হইয়া চলিলে বিস্তর উপকার দর্শে। কিন্তু যে ব্যক্তি তৎকার্য্য সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ে সুশিক্ষিত এবং তৎ প্রতিপালনে সম্যক্ রূপে সমর্থ, তাঁহাকেই নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এ নিয়মের অন্যথা হইলে উপকার দূরে থাকুক, অপকারেরই সম্ভাবনা। যৎকালে ফরাশিশদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়, তখন কতকগুলি ইংলণ্ডদেশীয় রণতরি যুদ্ধ সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি লইয়া বাল্‌টিক সাগরে গমন করিয়াছিল। ইংলণ্ডে প্রতিগমন কালে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা হওয়াতে, কখন্ কোন্ জাহাজ কোন্ স্থান দিয়া চলিতেছে, তাহা উত্তমরূপে নিরূপিত হইল

না। ইহাতে শঙ্কিত হইয়া কোন কোন পোতাধ্যক্ষ এই প্রকার প্রস্তাব করিলেন, যে রাত্রে নৌকা চালনা না করিয়া কেবল দিবসে চালনা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু পোতাধিপতি স্বীয় স্ত্রী পরিবারে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, এ নিমিত্ত শীঘ্র গৃহে গমন করিয়া তাহারদের সহিত একত্রে খ্রিস্তখ্রীষ্টের জন্মোৎসব সম্পাদন করণার্থ ব্যগ্র ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দিবা-রাত্র সমভাবে জাহাজ চালাইতে অনুমতি করিলেন। যে দিন এই আদেশ দিলেন, সেই দিন রাত্রেই সমুদায় জাহাজ ওলন্দাজদিগের দেশের নিকট এক চড়ায় গিয়া লাগিল। দুই খান জাহাজ এক কালে চূর্ণ হইয়া গেল, এবং তত্রস্থ সমস্ত ব্যক্তি মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। আর এক খান গিয়া সমুদ্র-তটে লগ্ন হইল: সে জাহাজের মাল্লারা যদিও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল, কিন্তু শত্রুর হস্তে পতিত হইয়া কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ ছিল। যদিও ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনই এই বিপদ্ ঘটনার মুখ্য কারণ, কিন্তু পোতাধিপতির নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা হইতেই ইহার সূত্রপাত হয়। যদি তাঁহার আসঙ্গলিপ্সার ন্যায় উ-

পচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা ও বুদ্ধিবৃত্তি বলবতী থাকিত, এবং তাঁহার এ প্রকার বোধ হইত, যে আত্ম পরিবারের ইষ্ট চেষ্টা করা যেমন আবশ্যক, আপন অধীনস্থ পোতস্থ ব্যক্তিদিগের মঙ্গল চেষ্টা করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ যদি তাঁহার এরূপ বোধ হইত, যে এপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য্য করিলে আপনার প্রাণ নাশ হইয়া স্ত্রী পরিবারেরও অশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইতে পারে, তবে তিনি এ প্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহারে কদাপি প্রবৃত্ত হইতেন না।

এক জন পোতবাহ কুম্ব সাহেবকে কহিয়াছিল, যে আমি একবার এক জাহাজের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিলাম; তাহার পোতাধ্যক্ষ অতি উত্তম লোক। তিনি দেশ বিশেষের জল বায়ুর গুণ অবগত ছিলেন, এবং ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া জানিতে পারিতেন। এক দিন তিনি ব্যস্ত হইয়া উপরকার মাস্তুল নামাইলেন, পালের দণ্ড নত করিলেন, কামান সকল বন্ধন করিলেন, এবং পোতস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিদে ছয় প্রকরের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া

রাখিতে কহিলেন। এই সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন হইতে না হইতেই ঝটিকা উপস্থিত হইল। জাহাজের লোকেরা সকলেই এপ্রকার সতর্ক ও প্রস্তুত ছিল, যে যখন যে কার্য্য আবশ্যক, তৎক্ষণাৎ তাহা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ইহাতে সে জাহাজ অনায়াসে বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিল। তাহার সমীপবর্ত্তি আর আর সমুদায় জাহাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, এবং অনেক খানা ভগ্ন ও জল-মগ্নও হইল। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য যে কি পর্য্যন্ত হিতকারক, তাহা এই উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যাহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালন করিলেক, তাহারা প্রবল-বায়ু-মুখে পতিত হইয়াও রক্ষা পাইল, এবং যাহারা তদ্বিষয়ে অবহেলা করিলেক, তাহারা মৃত্যু-গ্রাসে পতিত বা অত্যন্ত বিপদ্গ্রস্ত হইল।

বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া পদার্থ-জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইবে, ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করা তত সুগম হইয়া আসিবেক। এক্ষণে অনেকানেক বিদ্যা-

বিশারদ মহাশয় ব্যক্তি ঝটিকার নিয়ম নিরূপণার্থে যত্নবান্ হইয়াছেন। তাঁহারা তদ্বিষয়ে যত কৃতকার্য্য হইবেন, লোকে ঝটিকা বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনে তত সমর্থ হইতে থাকিবে। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, নবজীলণ্ড-বাসি লোকে ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া এমন বুঝিতে পারে, যে তাহা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কাপ্তেন কুক্ সাহেব স্বীয় বয়স্যদিগের সমভিব্যাহারে জল পথে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারদের নৌকায় নবজীলণ্ডবাসী এক ব্যক্তি ছিল। এক দিবস সায়ং কালে সেই ব্যক্তি আকাশ মণ্ডলে কিছু মাত্র মেঘ না দেখিয়াও কহিলেক, কল্য অত্যন্ত বৃষ্টি হইবেক। বাস্তবিক, পর দিবস প্রাতঃকালে ঘোরতর জলবর্ষণ হইয়া তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন হইল।

ঝটিকা বিষয়ক নিয়ম সুন্দর রূপে নিরূপিত হইলে পরে, কি প্রকারে তাহার উৎপত্তি হয় ও তদ্দ্বারা কি উপকারই বা দর্শে, তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যাইবেক। কিন্তু যে সকল ভৌতিক নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহা প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারিলেও, এক্ষণে

ঝটিকা-সম্ভাবিত অনেক অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে। কত শত নৌকা পুরাতন ও জীর্ণ এবং অনভিজ্ঞ নাবিকদিগের দ্বারা চালিত হওয়াতে ভগ্ন ও জল-মগ্ন হয়। অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রবলতা ও বুদ্ধিবৃত্তির হীনতাই ইহার মূল কারণ।

সংসারে একেবারে কত শত কার্য্য-কারণ-প্রণালী চলিতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই ঘটে, কিন্তু অন্য কারণ উপস্থিত হইয়া সে কার্য্যের সুবিধা করিতে বা ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে। লোকে সমুদায় কার্য্যের সমুদায় কারণ নিরূপণে অসমর্থতা বশতঃ শুভাদৃষ্ট, দুরদৃষ্ট, দৈবানুগ্রহ, দৈব-বিড়ম্বনা প্রভৃতি কতক গুলি শব্দ লইয়া মহা গোলযোগ করিয়া থাকে। যদি কোন নৌকা যথা নিয়মে চালিত না হওয়াতে জল-মগ্ন হয়, আর নৌকারূঢ় ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ সন্তরণ দ্বারা রক্ষা পায়, এবং অবশিষ্ট সকলে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তবে লোকে এই প্রকার জ্ঞান করে, যে যাহারা উত্তীর্ণ হইল, পরমেশ্বর

বিশিষ্ট রূপে প্রসন্ন হইয়া তাহারদিগকে রক্ষা করিলেন, এবং যাহারা জল-মগ্ন হইয়া নষ্ট হইল, পরমেশ্বর তাহারদিগকে বিড়ম্বনা করিয়া নষ্ট করিলেন। এরূপ বিবেচনা নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। পরমেশ্বর যে স্বয়ং সময় বিশেষে কাহারও প্রতি প্রসন্ন ও কাহারও প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া কোন শুভাশুভ ফলের উৎপত্তি করেন, ইহা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। সকল কার্য্যই নির্দ্দিষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সাধারণ নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে নৌকা জল-মগ্ন হয়, সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনিপুণ নাবিকের নৌকায় আরোহণ করিলে সঙ্কটে পতিত হইতে হয়, জগদীশ্বর জলের সহিত মানব-দেহের যেরূপ সম্বন্ধ নিবন্ধন করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারে সন্তরণ করিতে না পারিলে, নদী বা সমুদ্র-গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং তদ্বিষয়ে সমর্থ হইলে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। ইহার সমুদায় ব্যাপারই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ ঘটনার পূর্ব্বে কাহা-

রও শুভাদৃষ্ট বা দুরদৃষ্ট নিরূপিত থাকে না, এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহও ইহার কারণ নহে।

আমরা কার্য্য কারণ বিবেচনা পূর্ব্বক যে সঙ্কল্প করিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, অন্য কারণ উপস্থিত হইয়া তৎ সাধনের ব্যতিক্রম ঘটিলেই তাহাকে দৈব ঘটনা কহিয়া থাকি। যদি কোন বণিক্ নৌকা করিয়া দূর দেশে পণ্য দ্রব্য প্রেরণ করেন, আর পথ মধ্যে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইয়া তাহা জল-মগ্ন হয়, তবে লোকে ইহাকে কুগ্রহ, দুরদৃষ্ট ও পরমেশ্বরের বিড়ম্বনার ফল বলিয়া উল্লেখ করে। কিন্তু বাস্তবিক, ইহা পূর্ব্ব দুরদৃষ্টের ফলও নহে এবং পরমেশ্বরের বিড়ম্বনার কার্য্যও নহে। সুগ্রহ কুগ্রহ এ দুই শব্দের অর্থ নিতান্ত অলীক*। সমুদায় ব্যাপারই জগদী-

---

* মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ সকল প্রস্তরাদির ন্যায় জড়পদার্থ। বুদ্ধিজীবি জীবের ন্যায় তাহাদের সঙ্কল্প বিকল্প, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অনুগ্রহ নিগ্রহ থাকা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। আর যদি তাহাদের এই সকল গুণ থাকিত, তাহা হইলেও মর্ত্ত্য লোকস্থ মনুষ্যাদিগের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? পরমেশ্বর যে সমুদায় নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তদনুসারেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন

শ্বরের সাধারণ নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। বণিক্ আপন পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়াদি সংক্রান্ত কার্য্য কারণ বিবেচনা পূর্ব্বক অর্থলাভ প্রত্যাশায় প্রত্যাশাপন্ন থাকে, তাহার অলক্ষিত ঝটিকাদি বিষয়ক নিয়মানুযায়ী অন্য ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাহার সে আশা ভঙ্গ করে। কিন্তু বাণিজ্য সংক্রান্ত নিয়ম ও ঝটিকা সম্বন্ধীয় নিয়ম উভয়ই পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত, এবং উভয়ই স্বতন্ত্র থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ক্রমে কার্য্য করিতেছে। আমরা সেই সমুদায় নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে না পারাতেই, দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

যেমন অলক্ষিত কারণান্তর দ্বারা লক্ষিত কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, সেইরূপ কখন কখন সুবিধাও হইয়া থাকে। যদি কোন বণিক্ দূর দেশে কোন পণ্য দ্রব্য প্রেরণ করে, আর সেই সময়ে সে দেশে তাহার মূল্য একেবারে চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়, তবে সেই বণিকের আশাতীত অর্থ লাভ হয়। লোকে এপ্রকার ঘট-

---

হয়। গ্রহের তুষ্টি রুষ্টিতে লোকের সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়, এ কথা সদ্বিদ্যাশালি বিজ্ঞ লোকদিগের নিকট কহিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

নাকে সুগ্রহ, শুভাদৃষ্ট, দৈবানুগ্রহ, ঈশ্বরানুগ্রহ প্রভৃতি বলিয়া থাকে, কিন্তু এ ঘটনার পূর্ব্বেও বণিকের শুভাদৃষ্ট নিরূপিত ছিল না, এবং ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বশতঃও ইহা ঘটে নাই। তিনি যে সকল সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুসারেই সকল প্রকার শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হয়।

যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই ঘটে। তবে সংসারে নানা প্রকার কারণ মিলিত হইয়া এক এক কার্য্যের উৎপত্তি করে, ইহাতেই সকল সময়ে সকল কারণের সমান কার্য্য প্রত্যক্ষ হয় না। যদি দুই ব্যক্তি সমান পরিমাণে গুরু-পাক দ্রব্য ভক্ষণ করে, আর তাহাতে এক ব্যক্তির উদরাময় জন্মে, এবং অন্য ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতা ও পুষ্টি বর্দ্ধন হয়, তবে যে সেই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ধারণ করে এমত নহে। মানব দেহের সহিত তাহার যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। ব্যক্তি বিশেষের পরিপাক-শক্তির তারতম্যানুসারে তাহার কার্য্যের ভিন্নতা হইয়া থাকে।

কোন কারণ অতিক্রম বা কোন নিয়ম স্থগিত করাও যায় না। মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু ভূতলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই সাধারণ নিয়মের অনুগত থাকাতে, মানব দেহও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য বেলুন যন্ত্র সহকারে ঊর্দ্ধগামী হইতে পারেন বলিয়া, লোকে জ্ঞান করিতে পারে, যে তিনি পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া যান। বস্তুতঃ, আকর্ষণ অতিক্রম করা দূরে থাকুক, ইহা ঐ আকর্ষণ শক্তিরই কার্য্য। যেমন শোলা ও তৈল জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ বেলুন যন্ত্র বায়ুর মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধ-গামী হয়। পৃথিবী বায়ুকেও যেমন আকর্ষণ করে, বেলুন যন্ত্রকেও তেমনি আকর্ষণ করে। কিন্তু বেলুন যন্ত্রে যে বাষ্প থাকে, তাহা এরূপ লঘু, যে সমুদায় বেলুন তাহার আয়তন-প্রমাণ বায়ু রাশি অপেক্ষায় লঘুতর হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। অতএব, এস্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ-ক্রিয়ার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না। স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতি গ্লাস্‌গো নগরে একবার

জ্বর-রোগ প্রবল হইয়া অত্যন্ত মরক উপস্থিত হয়। তথাকার ধনী, নির্দ্ধন, ভদ্র, অভদ্র প্রায় সকল পরিবারেই ঐ রোগ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যে তথাকার কারাগারের এক ব্যক্তিও তদ্দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই। ইহাতে লোকে মনে করিতে পারে, যে কারাগারের অধ্যক্ষেরা শারীরিক নিয়ম অতিক্রম করিবার কোন সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বায়ুর সহিত অহিতকারী দুষ্ট বাষ্প মিশ্রিত থাকিলে জ্বর রোগের আবির্ভাব হয়, এবং যাহারদের শরীর দুর্ব্বল ও নিস্তেজ, তাহারা তদ্দ্বারা আশু আক্রান্ত হয়। এই নিয়ম অবগত থাকাতে, কারাগারের অধ্যক্ষেরা তথায় উত্তম রূপ বায়ু সঞ্চারের ও পরিষ্কারের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে যথোচিত হিতকারি খাদ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতেই তথায় মরক উপস্থিত হইতে পারে নাই। অতএব, শারীরিক

নিয়ম অতিক্রম করা দূরে থাকুক, তাহা প্রতিপালিত হওয়াতেই, কারারুদ্ধ ব্যক্তিরা মারীভয় হইতে নিস্তার পাইয়াছিল।

ফলতঃ, পরমেশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন,—যে সকল অখণ্ড্য আজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করা যায় ও তাহা অতিক্রম করিলে সুখ লাভ হয়, এ প্রকার জ্ঞান করাও নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য। তিনি যে বিষয়ে যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই, এবং যে কার্য্যের যে ফল বিধান করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিবারও সম্ভাবনা নাই।

# নবমাধ্যায়

## প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ-জনক কি না তাহার বিচার

কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন, যে যখন সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করা যায়, তখন সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মই কল্যাণদায়ক বোধ হয় বটে, কিন্তু যখন ব্যক্তি বিশেষের সুখ দুঃখের বিষয় আলোচনা করা যায়, তখন তাহারা কেবল ক্লেশের কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়। বিচার কালে জগতের নিয়মশৃঙ্খলা অতি সুচারু বোধ হয় বটে, কিন্তু কার্য্য কালে তাহার অন্যথা হইয়া উঠে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত করা অতি সুগম। যাহা সর্ব্ব সাধারণের শুভদায়ক, তাহা অবশ্য প্রত্যেক

ব্যক্তিরও শুভদায়ক তাহার সন্দেহ নাই। যে নিয়মকে মানব-জাতির সুখদায়ক বলা যায়, তাহা প্রত্যেক মনুষ্যেরও সুখদায়ক বলিতে হইবে, কারণ প্রত্যেক মনুষ্য কখন মনুষ্য-জাতি হইতে ভিন্ন নহে। যেমন এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের সমষ্টিকে বন বা উপবন বলা যায়, সেইরূপ সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের সমষ্টিকে মনুষ্য-জাতি বলে। যেমন বৃষ্টির জল বন বা উপবনের পক্ষে উপকারজনক বলিলে, উহাকে তত্রস্থ প্রত্যেক বৃক্ষের পক্ষে উপকারজনক বলা হয়, সেইরূপ যে নিয়ম মানব-জাতির শুভদায়ক, তাহা প্রত্যেক মানবেরও শুভদায়ক তাহার সন্দেহ নাই। কাহারও অনিষ্ট সাধন করা কোন নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, সমুদায় অমঙ্গলই নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। গল্পাচ্ছলে অতি সুগম করিয়া এবিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

এক স্থপতি কোন গৃহস্থের গৃহ সংস্কার করিতেছিল, হঠাৎ পদ-স্খলন হওয়াতে, ছাদের উপর হইতে ভূতলে পতিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে আহত ও ভগ্ন-পাদ হইল। ইহাতে সে অত্যন্ত বেদনা প্রাপ্ত হইয়া বিধাতার

প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিল, "হে বিধাতঃ! কে তোমার সৃষ্টির প্রশংসা করে? তুমি অতি নির্দ্দয়। তুমি আমাকে এমন অজ্ঞান ও অশক্ত করিয়াছ, যে আমি এই বিষম বিপদে পতিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণেও জানিতে পারিলাম না, এবং এই দুর্ঘটনা ঘটিবার সময়ে তাহা আর নিবারণ করিতেও সমর্থ হইলাম না।" বিধাতা তাহার কথায় কর্ণ পাত করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার কোন্ নিয়মের দোষোল্লেখ করিতেছ বল, তাহার প্রতীকার করি।" স্থপতি উত্তর করিল, "হে ব্রহ্মন্! যে নিয়ম থাকাতে পৃথিবীর নিকটস্থ সমস্ত বস্তু পৃথিবীতে পতিত হয়, লোকে যাহাকে মাধ্যাকর্ষণ বলে, তদ্দ্বারা আমার এই বিষম বিপত্তি ঘটিয়াছে। আমি ছাদের প্রান্তে অবস্থিত হইয়া কার্য্য করিতেছিলাম, হঠাৎ তাহার এক খান শিথিল ইষ্টকের উপর পদার্পণ করাতে, একেবারে ভূতলে পতিত হইয়া মৃত-প্রায় হইয়াছি।" ইহা শ্রবণ করিয়া বিধাতা বলিলেন, "আমি তোমারদের মঙ্গল সঙ্কল্প করিয়া এই নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, ইহাতে

তুমি যদি সন্তুষ্ট না হইলে, তবে যে বর তোমার অভীষ্ট হয় প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান করিব।” তাহাতে স্থপতি অতিশয় আনন্দিত হইয়া নিবেদন করিল, “হে করুণাময় লোকনাথ! আমার সর্ব্বাঙ্গে যে দারুণ বেদনা হইয়াছে, তাহার শান্তি কর, এবং যাহাতে আমাকে তোমার ঐ মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক নিয়মের অধীন থাকিতে না হয় তাহার উপায় করিয়া দেও।” ইহাতে ভগবান্ ‘তথাস্তু’ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

স্থপতি পরম পুলকিত হইয়া পুনঃপুনঃ বিধাতা পুরুষের ধন্যবাদ করিতে লাগিল, এবং তদ্গত চিত্তে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। তাহার সমুদায় গাত্র-বেদনা দূরীকৃত হইল, এবং শরীর পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ছাদের উপর স্থাপিত হইল। ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিল, এবং আপনাকে কৃতকার্য্য মানিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইল। পরে ছাদের উপরে পদ বিক্ষেপের চেষ্টা করিয়া দেখে, যে পূর্ব্ববৎ আর চলিতে পারে না। সে আর পূর্ব্বোক্ত মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক নিয়-

মের অধীন ছিল না, অতএব তাহার পক্ষে মাধ্যাকর্ষণ থাকা আর না থাকা তুল্য হইল। শরীরের ভারবত্ত্ব বশতঃ পৃথিবীতে পদ বিক্ষেপ করা যায়, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণই ভারের কারণ; অতএব মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে পদ চালনা করা সম্ভাবিত হয় না। পরে সে কর্নিকে করিয়া ছাদের উপর চূণ শুর্কি দিবার চেষ্টা করিলেক। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহা ছাদে পতিত না হইয়া শূন্যেতেই থাকিল; কারণ পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট না হইলে কোন দ্রব্য পতিত হয় না। স্থপতি এই সমস্ত অসম্ভাবিত ব্যাপার দৃষ্টে অত্যন্ত ভয়াতুর হইয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার শরীর মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক নিয়মের অধীন ছিল না, অতএব তাহার পদ দ্বয় ভূতলে আকৃষ্ট না হওয়াতে, বেলুন যেমন আকাশে স্থির হইয়া থাকে, সে তেমনি শূন্যে শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। আর যাতনা সহিতে না পারিয়া স্বীয় শরীর ভূতলে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিল, তথাপি তাহা অধঃপতিত হইল না।

ইহাতে স্থপতি অত্যন্ত ভীত ও যাতনাগ্রস্ত হইয়া, 'হা বিধাতা' 'হা বিধাতা' বলিয়া

উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। পরম কৃপালু প্রজাপতি তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আবার তোমার কি বিপত্তি ঘটিয়াছে, যে তুমি পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিতেছ। তোমার অসন্তোষের বিষয় আর কি আছে? তুমি যে ভৌতিক নিয়মের অধীন থাকাতে ছাদ হইতে পতিত হইয়াছিলে, তাহা তোমার পক্ষে স্থগিত করিয়া রাখিয়াছি। তোমার গাত্র-বেদনার শান্তি হইয়াছে, আর হস্ত পদাদি ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি নিমিত্ত পুনর্ব্বার বিলাপ করিতেছ?"

ইহা শুনিয়া স্থপতি কহিলেক, "হে ব্রহ্মন্! অপরাধ ক্ষমা কর। কেবল অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও স্পর্দ্ধাযুক্ত হইয়া এমন বিরুদ্ধ বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমাকে পূর্ব্ববৎ বেদনাগ্রস্ত করিয়া রাখ সেও ভাল, তথাপি পুনর্ব্বার মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক নিয়মের অধীন করিয়া দেও।"

বিধাতা 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলেন। স্থপতি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ বেদনা-গ্রস্ত হইয়া শয্যা-শায়ী হইল, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ

রোগ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইল, এবং পূর্ব্ববৎ ছাদের উপর আরোহণ করিয়া গৃহ-সংস্কার আরম্ভ করিল। মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়ম মহোপকার-জনক জানিয়া সকৃতজ্ঞ চিত্তে বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিল, এবং তদ্বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন পূর্ব্বক ঐ নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা ও তৎপ্রতিপালন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিতে লাগিল। এ বিষয় যত আলোচনা করিলেক, ততই পরম বিধাতা পরমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিল, এবং তদ্দ্বারা তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল পরিচালিত ও বর্দ্ধিত হওয়াতে, তাহার বোধ হইল, আমি এক অভিনব সুখ-রাজ্যে আগমন করিয়াছি।

বিধাতা স্থপতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া যেমন অন্তর্হিত হইবেন, অমনি এক কৃষকের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। কৃষক উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে "হে বিধাতঃ! তুমি আমাকে কি অপরাধে এমন দুর্ভাগ্য করিয়াছ? আমি যাতনায় অস্থির হইয়া অতি ক্লেশে কাল

যাপন করিতেছি। আমার এক এক দিবস এক এক বৎসর জ্ঞান হইতেছে।” বিধাতা তাহার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “বৎস! তুমি কি দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াছ? কি নিমিত্তই বা এত খেদ করিতেছ? আমার কোন নিয়মই বা তোমার ক্লেশকর হইয়াছে?” কৃষাণ প্রত্যুত্তর করিলেক “হে বিধাতঃ! দেখ, তোমার নিয়মানুবর্ত্তি হইয়া ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, জল সেচন প্রভৃতি কষ্ট-সাধ্য কর্ম্ম না করিলে অন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমি তোমার নিয়মানুসারে শস্য-ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছিলাম, এমন সময় বারি-বর্ষণ হইতে লাগিল। সে জল যদি কেবল ভূমিতে বর্ষিত হইত, তবে হানি ছিল না, আবার আমার গাত্রেও পতিত হইল। তাহাতে আমার বস্ত্র আর্দ্র হইল, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইল, অবশেষে জ্বর হইয়া ঘোর বিপত্তি উপস্থিত হইল। এক্ষণে দাহ পিপাসায় অধীর হইয়া মুহুর্ম্মুহু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছি। হে বিধাতঃ! তুমি সন্তানের প্রতি অতি নির্দ্দয়।”

প্রজাপতি তাহার খেদোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! আমি তোমার হিতার্থে

ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি ; তুমি তাহার নিতান্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ। এ ক্লেশও এই নিমিত্ত নিয়োজন করিয়াছি, যে তুমি নিয়ম লঙ্ঘনের দুঃখময় ফল অবগত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান্ থাকিবে। আর আমি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায়ও তোমার নিরবচ্ছিন্ন-সুখজনক করিয়া দিয়াছি। এখন তোমার কি প্রার্থনা বল, তাহাই পূর্ণ করি।"

কৃষক কহিল, "হে ব্রহ্মন্! তোমার নিয়ম দ্বারা কি প্রকারে আমার উপকার দর্শিতে পারে? যখন আমি তোমার সমুদায় নিয়ম অবগত ও তৎ প্রতিপালনে সম্যক্ সমর্থ নহি, তখন তদ্দ্বারা কেবল ক্লেশ ঘটনারই সম্ভাবনা। এক্ষণে এই ভিক্ষা, তোমার নিয়ম রূপ পাশ হইতে আমাকে মুক্ত কর, অন্য বর প্রার্থনা করি না।"

বিধাতা কহিলেন, "আমি তোমার রোগ শান্তি করিলাম, এবং যে সকল নিয়ম তোমার এ প্রকার ক্লেশকর হইয়াছে, তাহাও স্থগিত করিয়া রাখিলাম। অদ্যাবধি তোমার শ-

রীর ও বস্ত্রাদি জলে আর্দ্র হইবে না, তোমার গাত্র আর শীতল ও উষ্ণ বোধ হইবে না, এবং তোমার অঙ্গ সকল আর বেদনা-গ্রস্ত হইবে না। এখন সন্তুষ্ট হইলে?"

ইহাতে কৃষক পরম আহ্লাদিত হইয়া কহিলেক, "হে করুণাময় বিধাতঃ! আমি তোমার প্রসাদে চরিতার্থ হইলাম, আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইল, আমি তোমাকে পরম মঙ্গলাকর জানিয়া তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম।"

কৃষক এই কথা কহিতে কহিতে নীরোগ, বলিষ্ঠ ও প্রফুল্ল চিত্ত হইল, এবং তন্নিমিত্ত বিধাতা পুরুষকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করিতে লাগিল। পরে ক্ষেত্রে গিয়া কার্য্যারম্ভ করিল। তখন শরৎ কাল; বারম্বার পর্য্যায় ক্রমে বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে লাগিল; কিন্তু জলে তাহার গাত্র ও বস্ত্র আর্দ্র হইল না, এবং রৌদ্রেও তাহার শরীর উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইল না। তাহার পক্ষে কতক গুলি ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম রহিত হইয়া গিয়াছিল।

কৃষক হৃষ্ট চিত্তে ক্ষেত্রের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জল আহরণ

করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিল, কিন্তু অন্যান্য দিনের ন্যায় স্নিগ্ধ বোধ হইল না; কারণ বিধাতার বরে তাহার শীতোষ্ণাদি অনুভব করিবার শক্তি তিরোহিত হইয়াছিল। তদনন্তর নিকটবর্ত্তি নদীতে অবগাহন করিলেক, তাহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় আর শরীর স্নিগ্ধ ও সুখানুভব হইল না, এবং পরিধেয় বস্ত্র জল-সিক্ত না হওয়াতে তাহার মলা দূর হইল না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কৃষক অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল, এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি মনঃ-কল্পিত বর প্রার্থনা করিয়া বুঝি চির কালের নিমিত্ত সুখে জলাঞ্জলি দিলাম! অবগাহনানন্তর অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক একটি শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে যেমন তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া স্পর্শ-সুখ লাভ করিত, সেরূপ অনুভব হইল না। তাহাকে দৃষ্টি করিলেক, এবং তাহার বাক্য শ্রবণ করিলেক, কিন্তু তাহাকে যে স্পর্শ করিতেছে এমত বোধই হইল না। সেই কৃষকের স্পর্শানুভব-বিষয়ক শারীরিক নিয়ম স্থগিত হওয়াতে, সমুদায় গাত্র

স্পর্শহীন হইয়াছিল। সে স্নেহাভিষিক্ত নেত্রে সেই শিশু সন্তানকে দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত উৎ-সুক্য সহকারে তাহাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিল, কিন্তু কিছুতেই পূর্ব্ববৎ স্পর্শ জ্ঞান ও সুখানুভব হইল না। অবশেষ তাহার কঠিন হৃদয় দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে, উক্ত শিশু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন কৃষক মনে মনে শোচনা করিতে লাগিল, "আমি না বুঝিয়া কি গর্হিত কর্ম্মই করিয়াছি। আমার পক্ষে কতিপয় শারীরিক নিয়ম একেবারে স্থ-গিত হইয়াছে।" পরে অতিশয় রৌদ্র সেবা-দি অহিতাচার করাতে তাহার শরীর ভগ্ন হইতে লাগিল, কিন্তু তজ্জন্য ক্লেশানুভব না হওয়াতে তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিলেক না। ইহাতে কৃষক অকস্মাৎ আপনার মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত দেখিয়া চিন্তা করিলেক, পূর্ব্বাবধি আমার দেহ-যন্ত্র উচ্ছৃঙ্খল হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ক্লেশানুভব-শক্তি না থাকাতে, পীড়া অনুভব করিতে পারি নাই, সুতরাং রোগ শান্তির চেষ্টাও করি নাই। ইহাতে সে দুঃখে অভিভূত ও ভয়ে কম্পান্বিত হইয়া ব্যাকুলিত

চিত্তে কহিতে লাগিল, "হে বিধাতঃ! ভূ-মণ্ডলে আমার পর ভাগ্যহীন মনুষ্য আর কেহ নাই। আমি সমুদায় সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার শরীর ভগ্নপ্রায় হইল, তথাপি আমি ক্লেশানুভব করিতে সমর্থ না হওয়াতে, তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে পারি নাই। হে প্রজাপালক! তুমি আমাকে এমন দুর্ভাগ্য কেন করিলে?"

বিধাতা তাহার রোদন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! যে সকল ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম দ্বারা তোমার জ্বর ও ক্লেশ হইয়াছে বলিয়াছিলে, তাহা আমি স্থগিত করিয়াছি। তোমার শরীরে আর বেদনা বোধ ও উত্তাপাদি-জন্য ক্লেশানুভব হইবেক না। তবে আর তুমি কি নিমিত্ত অসুখী, এবং কি নিমিত্তই বা এত অসন্তুষ্ট?"

কৃষক কহিলেক, "হে ব্রহ্মন্! যাহা বলিলে যথার্থ বটে, কিন্তু তুমি আমাকে বিকলেন্দ্রিয় করিয়া অতিশয় দুর্ভাগ্য করিয়াছ। পূর্ব্বে যেমন শস্য-ক্ষেত্রে আগমন করিলে সুশীতল নির্ম্মল বায়ু-হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইত, এখন আমার আর সে অপূর্ব্ব সুখ

অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই। আমার সন্তানেরা আমার ক্রোড়স্থ হইলে পূর্ব্ববৎ সুখানুভব হয় না। আমি রোগাক্রান্ত হইয়া মৃতবৎ হইয়াছি, তথাপি রোগ-জন্য ক্লেশানুভব না হওয়াতে তাহার প্রতীকার চেষ্টা হইতেছে না। হে বিধাতঃ! আমি অতিশয় দুর্ভাগ্য হইয়াছি! আমি শোক-সাগরে নিমগ্ন হইতেছি!”

বিধাতা বলিলেন, “আমি তোমাকে কি প্রকারে পরিতুষ্ট করিব? যখন আমি তোমাকে স্পর্শ-সুখাদি বোধে সমর্থ করিবার নিমিত্ত ত্বগিন্দ্রিয়ে স্পর্শ-শক্তি প্রদান করিয়াছিলাম, এবং শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হইলে জানিতে পারিবে, এবং জানিয়া প্রতীকার চেষ্টা করিবে, এই অভিপ্রায়ে শারীরিক ক্লেশ বিধান করিয়াছিলাম, তখনও তুমি সন্তুষ্ট ছিলে না। পৃথিবীকে স্নিগ্ধ ও ফলবতী করিবার নিমিত্ত বারি বর্ষণ হয়; মনুষ্যাদির রোগোৎপত্তি তাহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তুমি বৃষ্টির সহিত শরীরের সম্বন্ধ না বুঝিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-জলে সিক্ত হইয়াছিলে, ইহাতেই তোমার জ্বরোৎপত্তি হয়। বৃষ্টির

জলে আর্দ্র হওয়াতে, তোমার শারীরিক নিয়ম যত দূর লঙ্ঘিত হইয়াছিল, তাহার অধিক আর না হয়, ইহাই জ্ঞাপন করণার্থ জ্বরজন্য ক্লেশ প্রেরণ করিয়াছিলাম; কারণ ক্রমাগত এরূপ অত্যাচার করিলে তোমার প্রাণ বিয়োগ হইত। যদি আবার তোমাকে আমার শুভকর নিয়মের অধীন করিয়া রাখি, তবে তুমি পুনর্ব্বার আমার প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে অন্যায়কারি বলিয়া নিন্দা করিলেও করিতে পার।”

ইহা শুনিয়া কৃষক অতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেক, “হে করুণাময় বিধাতঃ! এক্ষণে তোমার অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণা স্পষ্ট রূপে দৃষ্টি করিতেছি, এবং আমার মূঢ়তাও অঙ্গীকার করিতেছি। আমাকে তোমার পরম মঙ্গলকর নিয়ম-প্রণালীর অধীন করিয়া দেও। আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, তৎসমুদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিলে যে প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও হিতকারক। আমার ত্বগিন্দ্রিয় ও মাংসপেশী সকলকে প্রকৃতিস্থ করিয়া আমাকে পূর্ব্ববৎ স্পর্শাদি-জনিত সুখে অধিকারি কর। তৎ

সমুদায়কে যথা নিয়মে নিয়োগ না করিলে যে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তাহা আমি অম্লান বদনে স্বীকার করিব।”

বিধাতা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তাহার জ্বর ও যাতনা পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল, কিন্তু ঔষধ সেবন দ্বারা অবিলম্বে প্রতীকার হইল। ক্রমে ক্রমে তাহার স্বাস্থ্য লাভ ও বলাধান হইল, এবং ইন্দ্রিয় সকল পূর্ব্ববৎ সতেজ ও সবল হইল। কৃষক এইরূপ চরিতার্থ হওয়াতে, তদবধি কোন দিবস বিধাতার অগণ্য ধন্যবাদ ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া জল গ্রহণ বা অন্ন ভোজন করিত না, এবং সন্তানদিগকে ক্রোড়ে করিলে তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি-রসে আর্দ্র না হইয়া নিরস্ত হইত না। তদবধি সে যখন কোন নিয়ম পালন করিয়া তাহার পুরস্কার স্বরূপ নির্ম্মল সুখ লাভ করিত, তখন উৎসাহ পুরঃসর আনন্দ চিত্তে বিধাতা পুরুষকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিত, এবং যখন কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইত, তখন অবিলম্বে বিধাতৃ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া গুরুতর দুঃখ-ঘটনা নিবারণ করিত।

বিধাতা পুরুষ পূর্ব্বোক্ত কৃষকের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবা মাত্র আর এক ব্যক্তির আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। সে 'হা বিধাতা হা বিধাতা' বলিয়া চীৎকার করিতেছে শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি আবার কি কারণে আক্ষেপ করিতেছ?" সে কহিলেক, "হে ব্রহ্মন্! আমার পিতা ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া নানা প্রকার অহিতাচার করিয়া স্বীয় শরীর ভগ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার দুষ্কর্ম্ম ফলে আমি পীড়িত হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমি বাতগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছি; আমার অস্থি সকল ব্যথিত হইয়া বড়ই যাতনা দিতেছে। তুমি আমার পিতার পাপের ফলে আমাকে পীড়িত করিয়া ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছ। হে বিধাতঃ! যদি কৃপালু ও ন্যায়বান্ হও, তবে আমাকে এ বিপত্তি হইতে উদ্ধার কর।"

বিধাতা তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন "পিতা মাতার প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণাগুণ সন্তানে বর্ত্তে এই যে শারীরিক নিয়ম সংস্থা-

পিত আছে, তুমি ইহারই ৫ .খোলেশ্ব ক-রিতেছ। ভাল, জিজ্ঞাসি, তুমি পিতা হইতে বাত রোগ ভিন্ন অন্য কোন স্বাভাবিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ কি না?" রোগী উত্তর করিলেক, "হাঁ আমি অন্যান্য অনেক গুণ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অশেষ-সুখদায়ক ধমনী, মাংসপেশী, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি সকল অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। যখন বাতের বেদনা না ধরে, তখন আমার সর্ব্ব শরীর স্বচ্ছন্দ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত বোধ হয়। আমার ইচ্ছা মাত্রে মাংসপেশী সকল তদনুযায়ি কার্য্য করিতে তৎপর হয়। ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সুখ-রত্নের আকর স্বরূপ বলিলেও বলা যায়। প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি সকল জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া চরিতার্থ হয়। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! তুমি আমাকে কি নিমিত্ত পিতার পাপাচরণের প্রতিফল স্বরূপ বাত রোগ প্রদান করিলে?"

বিধাতা বলিলেন, "তুমি অতি অদূরদর্শী, এই নিমিত্ত এ প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছ। তোমার পিতা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করাতে পীড়িত হইয়াছিলেন। তোমার জন্ম

গ্রহণ কালে তাঁহার শরীর রোগাক্রান্ত ছিল, অতএব তুমিও রোগার্হ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ। যে নিয়মানুসারে তাঁহার বল, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব প্রভৃতি অধিকার করিয়াছ, সেই নিয়-মানুসারেই তাঁহার ন্যায় অসুস্থ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছ। যদি এ নিয়ম তোমার পক্ষে অ-নিষ্টকর হয়, বল, তাহা স্থগিত করিয়া রাখি।

ইহা শ্রবণ করিয়া রোগী কহিল, "হে করুণাময় বিধাতা পুরুষ! অগ্রে জিজ্ঞাসা করি, যদি তুমি এই নিয়ম স্থগিত কর, তবে আমি বল, বীর্য্য, ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্গুণ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাও কি নষ্ট হইবে?" বিধাতা বলিলেন, "তাহার আর সন্দেহ কি? তৎসমুদায়ই নষ্ট হইবে। যে নিয়মানুসারে তৎসমুদায় লাভ করিয়াছ, সেই নিয়মানুসারেই পৈতৃক রোগও প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব, সে নিয়ম র-হিত হইলে তাহার শুভাশুভ সমুদায় কার্য্যই নষ্ট হইবে।"

বিধাতা পুরুষের এই বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতে রোগী বলিয়া উঠিল, "হে ব্রহ্মন্! ক্ষমা কর, আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে তোমার এই

শারীরিক নিয়মের অধীন থাকিতে স্বীকার করিতেছি, এবং তাহা লঙ্ঘন করিলে যে প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয় তাহাও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! পিতা তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে তাহা প্রতি পালন করিলে ক্লেশ-লাঘব বা রোগের শান্তি হইতে পারে কি না বল।"

বিধাতা বলিলেন, "ক্লেশ লাঘব ও দূরীকরণ করাই আমার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। তুমি যদি তোমার পিতার ন্যায় নিয়ত অহিতাচার করিতে, তবে এত দিনে তোমার শরীর কেবল ব্যাধি-মন্দির হইত। বাস্তবিক, তোমাকে পিতার পাপময় পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এই পিতৃগত পীড়া প্রদান করিয়াছি। এই ক্লেশ তোমার রক্ষক স্বরূপ হইয়া তোমাকে সাবধান না করিলে, তুমি পাপাচরণে প্রবৃত্ত থাকিয়া অধিক দুঃখ প্রাপ্ত হইতে। এক্ষণে আমার নিয়মানুযায়ি ব্যবহারে অবিরত নিযুক্ত থাক, তাহা হইলে তোমারও দুঃখ হ্রাস হইবে এবং তোমার সন্তানেরাও বিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিবে।"

রোগী প্রজাপতির এই সকল হিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইল, এবং অতি ভক্তিভাবে বিধাতা পুরুষকে বারম্বার স্তুতি ও প্রণতি করিয়া তাঁহার নিতান্ত আজ্ঞাবহ হইল। ইহাতে তাহার শারীরিক ক্লেশ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া স্বাস্থ্য-সুখের বৃদ্ধি হইল, এবং তন্নিমিত্ত সে ব্যক্তি বিশ্ব-নিয়ন্তা বিধাতা পুরুষের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতা রূপ পুণ্য-পাশে বদ্ধ রহিল।”

বিধাতা পুরুষ পূর্ব্বোক্ত পীড়িত ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করিয়া স্বর্গারোহণ করিতেছেন, এমত সময়ে শুনিলেন, এক বালক রোগের যাতনায় অস্থির হইয়া মুহুর্মুহু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছে। বিধাতা জিজ্ঞাসিলেন, “বৎস! কি কারণে রোদন করিতেছ? তোমার কি দুঃখ হইয়াছে?” বালক ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্ত্ত-স্বরে কহিল, “আমি পিতার কঠিন পীড়া ও মাতার ভগ্ন প্রকৃতি অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। রোগে আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া দিন যাপন করিতেছি। আমার মুখে বাক্য সরিতেছে না; কথা কহিতেও ক্লেশ

হইতেছে।" বিধাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পিতা মাতা হইতে রোগ ও যাতনা ব্যতিরেকে আর কিছুই প্রাপ্ত হও নাই? শরীর ও মনের এমন কোন শক্তি প্রাপ্ত হও নাই, যে তাহা সঞ্চালন করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতে পার?" বালক বলিল, আমার শরীর এমন দুর্ব্বল এবং অন্তঃকরণ এমন নিস্তেজ, যে বোধ হয়, আমি কেবল ক্লেশ ভোগের নিমিত্তই জীবিত রহিয়াছি।" বিধাতা কহিলেন, "তোমার চিন্তা কি? আমার শারীরিক নিয়ম এখনি তোমার যাতনা শান্তি করিবেক, এবং আমি তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া আশ্রয় প্রদান করিব।" এই কথা বলিতে না বলিতে শারীরিক নিয়মের ফল প্রত্যক্ষ হইল, বালকের দেহ মৃৎপিণ্ডবৎ নির্জ্জীব হইয়া যাতনা-শূন্য হইল, এবং তাহার আত্মা তৎক্ষণাৎ বিধাতা পুরুষের নিকট গমন করিল।

তদনন্তর এক সমুদ্র-বণিক্ সমুদ্র-তরঙ্গে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিধাতা পুরুষের দোষোল্লেখ করিতেছে শুনিয়া, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, " আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি, যে আমার এত নিন্দা করি-